রাঁচি, সোমবার
09:10:2023

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>009 >>21 Ashwin 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০০৯ >><< ২১শে, আশ্বিণ ১৪৩০>>

স্পিনঘূর্ণির পর রাহুল কোহলিতে অস্ট্রেলিয়াকে হারালো ভারত

চেন্নাই ঃ প্রথমে টসে হেরে বল করতে নেমে স্পিনবিষে অস্ট্রেলিয়াকে নীল করেছে ভারত। ২০০ রান তাড়া করে শুরুতে বিপদে পড়লেও বিরাট কোহলি ও কেএল রাহুলের জুটিতে শেষ পর্যন্ত ছয় উইকেটের সহজ জয়েই স্বাগতিক ভারত শুরু করেছে বিশ্বকাপ মিশন। অথচ গল্পটা হতে পারত অন্যরকম। সেটা হলে কোহলির নায়ক হওয়া হয় না। আর মিচেল মার্শকেও আক্ষেপ করতে হয় না।

কোহলির রান তখন ১২। জশ হ্যাজলউডের বাউন্সারে পুল করতে গিয়ে টাইমিংয়ে হলো গড়বড়। মার্শ আর ক্যারি দুজনেই দৌড়ে এলেন। ক্যারিকে দেখে মার্শ একটু থমকে না গেলে হয়তো সহজেই ধরতে পারতেন। কিন্তু ওই মুহূর্তের দ্বিধার জন্য ক্যাচটা ধরতে ধরতেও ধরা হলো না। কোহলি পেলেন জীবন, ম্যাচের ভাগ্যও ওখানেই বোধহয় লেখা হয়ে গেল। ওই মুহূর্তে কোহলি আউট হলে ২০ রানের মধ্যে চার উইকেট নেই ভারতের। তার আগে টপ অর্ডাররা একের পর এক এসেছেন আর গিয়েছেন। শুরুটা ইশান কিশানকে দিয়ে, মিচেল স্টার্কের মুখোমুখি প্রথম বলেই ক্যাচ তুলে দিয়েছেন স্লিপে। পরের ওভারে হ্যাজলউডের বলে এলবিডব্লু অধিনায়ক রোহিত শর্মা, কিশানের মতোই আউট কোনো রান না করেই। রোহিত রিভিউ নিয়েছিলেন, তবে লাভ হয়নি। ওই ওভারেই শ্রেয়াস আইয়ারও ক্যাচ প্র্যাকটিস করালেন কাভারে, তিনিও পেলেন ডাক। দুই রানের মধ্যে তিন উইকেট নেই ভারতের। ওয়ানডে ইতিহাসে টপ অর্ডারের তিন জনের ডাক মারার ঘটনা ভারতের হয়ে এটাই প্রথম। ২০০ রানকে মনে হচ্ছিল চেন্নাই থেকে হিমালয় পর্যন্ত দূর। কিন্তু কোহলি আর কেএল রাহুল মিলে এরপর হাল ধরলেন। কোহলির ক্যাচ তালুবন্দি হলে ম্যাচের চিত্রনাট্য হয়তো অন্যরকম হতে পারতো, তবে এরপর ভারত আর পেছনে ফিরে তাকায়নি। রাহুল কোহলি এরপর কিছুটা সময় সতর্ক ছিলেন। কোহলি নিজের খোলস ছেড়ে প্রথম বেরিয়েছেন গ্রিনের এক ওভারে দুই চার মেরে। নতুন বলে হ্যাজলউড স্টার্কের আঘাতের পর অস্ট্রেলিয়ার আর কোনো বোলারই সুবিধা করতে পারছিলেন না। চেন্নাইয়ের উইকেটে লেগ স্পিনার অ্যাডাম জ্যাম্পা হতে পারতেন তুরুপের তাস, কিন্তু তার প্রথম ওভারেই তিন চার মেরে ম্যাচের লাগামটা পুরোপুরি নিজেদের হাতে নিয়ে নিলেন রাহুল।

কোহলির রান তাড়া করে ম্যাচ জেতানোর ইনিংস আছে অনেক। ইস্পাতকঠিন স্নায়ুতে একাধিকবার দলকে বের করে এনেছেন এমন মহাদুর্যোগ থেকে। তবে আজকের পরিস্থিতিটা এমনই ছিল, ওপাশ থেকে সঙ্গ না পেলে কাজটা হতো কঠিন। রাহুল শুধু সঙ্গই দেননি, বরং কখনো কখনো কোহলির চেয়েও বেশি স্বচ্ছন্দ ছিলেন। প্রথমে ফিফটি অবশ্য কোহলিই পেয়েছেন, খানিক পর পেয়েছেন রাহুল। কোহলি করেছেন ৭৫ বলে, রাহুলের লেগেছে ৭২ বল। চিপকের গ্যালারি আর ভারতের ড্রেসিংরুম ফিফটিতেই প্রায় সেঞ্চুরির সম্ভাষণ জানিয়েছে দুজনকে।

অস্ট্রেলিয়া এরপর যেন হাল ছেড়েই দিয়েছে। জ্যাম্পা কিছুই করতে পারছিলেন না, তাতে অবশ্য শিশিরের প্রভাবও থাকতে পারে। হ্যাজলউড স্টার্ক শুরুতে দুর্দান্ত হলেও পরে এসে আর উইকেট পাননি। ওদিকে কোহলি রাহুলের জুটি এগিয়েছে তরতর করে। শেষ পর্যন্ত হ্যাজলউডকে পুল করতে গিয়ে কোহলি যখন ৮৫ রানে ফিরলেন, ভারত জয় থেকে ৩৩ রান দূরে। পান্ডিয়াকে নিয়ে বাকি কাজটা শেষ করে এসেছেন রাহুল। ৯৭ রানে অপরাজিত থেকেই মাঠ ছেড়েছেন। তার আগে রোববার দুপুরে চেন্নাইয়ের ভরা গ্যালারি দেখেছে ভারতের স্পিনঘূর্ণির জাদু। স্পিন দিয়েই অস্ট্রেলিয়াকে ঘায়েল করার চেষ্টা করবে ভারত, তা ছিল অনুমিত। ভারতের একাদশে তিনজন স্পিনার রাখা সেই আভাসই দিচ্ছিল। শুরুটা অবশ্য করে দিলেন পেসাররা। জাসপ্রিত বুমরার অফ স্টাম্পের বাইরের বলে খোঁচা মারলেন মিচেল মার্শ, বিরাট কোহলির ক্যাচটা সহজ ছিল না মোটেই। শুন্য রানে মার্শের বিদায়ে প্রথম ধাক্কা খেলো অস্ট্রেলিয়া।

ডেভিড ওয়ার্নার আর স্টিভেন স্মিথ দ্রুত হাল ধরলেন। ওয়ার্নারের বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে কম ইনিংসে হাজার রান হয়ে গেল, মনে হচ্ছিল বড় ইনিংস দিয়েই উপলক্ষটা রাঙাবেন। কিন্তু ভালো খেলতে খেলতেই ৪১ রানে কুলদীপ যাদবকে ফিরতি ক্যাচ দিলেন। অশ্বিন কুলদিপ জাদেজা মিলে তখন অসি ব্যাটারদের চেপে ধরেছেন। সিঙ্গেল নিতে জেরবার হচ্ছিলেন স্মিথরা। শেষ পর্যন্ত চাপটা নিতে পারলো না অস্ট্রেলিয়া। জাদেজার দুর্দান্ত টার্ন করা বলে বোল্ড হয়ে গেলেন স্মিথ, যেটিকে আপনি বলতে পারেন এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা বল।

মার্নাস লাবুশেনের বিশ্বকাপ দলে থাকাটাই ছিল চমক, সেখান থেকে সুযোগ পেয়ে গেলেন একাদশে। কিন্তু ওই যে বাড়তে থাকা চাপটা নিতে পারলেন না তিনিও। জাদেজার বলে হাঁসফাঁস করতে করতে বড় শটের চেষ্টা করতে গেলেন, কিন্তু ইনসাইড এজ হয়ে বল জমা পড়লো কিপার রাহুলের গ্লাভসে। থামলেন ২৭ রানে। উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারিও ফিরে গেলেন দ্রুত, ২ উইকেটে ১১০ রান থেকে ১১৯ রান পাঁচ উইকেট হারিয়ে ফেলেছে অস্ট্রেলিয়া।

এরপর গ্লেন ম্যাক্সওয়েলই কিছু করলে করতে পারতেন। কিন্তু এদিন যে স্পিনারদের ভাষা বোঝার আশা জলাঞ্জলি দিয়েছেন তিনিও। কুলদিপ যাদবের ভেতরের দিকে বলটা বুঝতেই পারলেন না। ক্যামেরন গ্রিনও টিকলেন না বেশিক্ষণ। অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ও মিচেল স্টার্ক মিলে খানিকটা চেষ্টা করলেন, তাতেই স্কোরটা খানিকটা ভদ্রস্থ হলো। কিন্তু একটুর জন্য হলো না ২০০, খেলা হলো না ৫০ ওভারও।

ভারতের সব বোলাররাই আঁটোসাঁটো বল করেছেন। তবে আলাদা করে বলতে হবে জাদেজার কথা। ১০ ওভারে ২৮ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়ে ভেঙে দিয়েছেন অসি ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড। দুইটি করে উইকেট নিয়েছেন কুলদীপ ও বুমরা।

১৯৯ রান আসলে লড়াই করার মতোও নয়। তারপরও অস্ট্রেলিয়া স্বপ্নই দেখছিল শুরুতে। কিন্তু কোহলি আর রাহুল ভেবেছিলেন অন্যকিছু। চেন্নাইয়ের দর্শকেরা তাই বাড়ি ফিরতে পেরেছেন হাসিমুখেই।

অস্ট্রেলিয়া ৪৯.৩ ওভারে ১৯৯ (স্মিথ ৪৬, ওয়ার্নার ৪১, স্টার্ক ২৮, লাবুশেন ২৭ জাদেজা ৩২৮, বুমরা ২৩৫, কুলদিপ ২৪২)

ভারত ৪১.২ ওভারে ২০১৪ (রাহুল ৯৭, কোহলি ৮৫ হ্যাজলউড ৩৩৮) ভারত ৬ উইকেটে জয়ী।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ঃইইউর প্রভাব কি যুক্তরাষ্ট্রের ওপর পড়বে?

ঢাকা ঃ ঢাকায় কাজ শুরু করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক নির্বাচনি পর্যবেক্ষক দল। রোববার তারা পররাষ্ট্রমন্ত্রী,পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে বৈঠক করেন। রাতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বাংলাদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে। বিজ্ঞাপন

আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সঙ্গে সোমবার বৈঠক করবেন তারা। এর আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল বাংলাদেশে সফর করে। এরপর ইউরোপীয় ইউনিয়ন জাতীয় নির্বাচনে তাদের পর্যবেক্ষক দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত জানায়। যুক্তরাষ্ট্র কী করবে সেটাই এখন প্রশ্ন। সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন মনে করেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের পর্যবেক্ষক না পাঠানোর সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে। আর যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির মনে করেন ইইউ এর পর যুক্তরাষ্ট্রও একই সিদ্ধান্ত নিলে সেটা বাংলাদেশের জন্য দুঃখজনক হবে। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই) ও ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই) যৌথভাবে প্রাক নির্বাচন সমীক্ষা মিশন পরিচালনা করছে।

বাজার দর

SENSEX : 65995.63 +364.06
NIFTY : 19653.50 +107.75

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	21.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .28 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .43 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 73,100 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

হামাসের আকস্মিক হামলার পর দ্বিতীয় দিনে গড়িয়েছে ইসরাইলহামাস লড়াই

গাজা ঃ ইসরাইলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ইসরাইলে হামাসের আকস্মিক হামলার একদিন পরও দেশটিতে অবস্থানরত হামাস যোদ্ধাদের নিঃশেষে সরিয়ে দিতে রবিবার তারা কাজ করেছে।গাজা উপত্যকাভিত্তিক এই ফিলিস্তিনি জঙ্গি গোষ্ঠীর আকস্মিক হামলার পর, রবিবার ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর এক কর্মকর্তা বলেছেন, শত শত সন্ত্রাসী নিহত ও আটক হয়েছে। গাজা উপত্যকার নিকটবর্তী দক্ষিণাঞ্চলের বেশ কয়েকটি স্থানে লড়াই করছে বলে জানিয়েছে ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনী । হামাস শনিবার সেই এলাকা থেকেই হামলা চালিয়েছিলো।অবস্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে ইসরাইলি শহর ডেরট।শনিবার প্রায় এক হাজার হামাস যোদ্ধা ইসরাইলে প্রবেশ করেছে বলে আইডিএফ এর মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল জোনাথন কনরিকাস সিএনএনকে জানিয়েছেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অপহৃত ইসরাইলি নাগরিকদের নিরাপত্তা ও অবস্থান সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য ইসরাইল মিশরের সাহায্য চেয়েছে।হামাস এবং ইসরাইলি সামরিক বাহিনী, উভয়ই শনিবার জানিয়েছে যে হামাসের হাতে ইসরাইলি সৈন্য ও বেসামরিক নাগরিক অপহৃত হয়েছে।তবে, তাদের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। রবিবার গাজা উপত্যকায় আবার প্রতিশোধমূলক বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরাইল।আইডিএফ জানিয়েছে, তাদের বাহিনী এখন পর্যন্ত যেসব লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে হামাসের একটি গোয়েন্দা সদর দপ্তর, একটি অস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র এবং দুটি ব্যাংক। এদিকে, হামাস রাতভর তাদের হামলা অব্যাহত রেখেছে।তেল আবিব সহ বেশ কয়েকটি শহরে রাতে রকেট নিক্ষেপ করেছে হামাস।গাজা থেকে স্থল, সমুদ্র ও আকাশপথে ইসরাইলে অনুপ্রবেশকারী যোদ্ধা ও হামাসের রকেট হামলায় কমপক্ষে ২৫০ জন ইসরায়েলি নিহত হয়েছে আর, আহত হয়েছে এক হাজারের বেশি মানুষ। গাজায় ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, হামলায় ২০ শিশুসহ অন্তত ২৫৬ জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে ১ হাজার ৭৮৮ জন,এর মধ্যে ১২১ জন শিশু রয়েছে। রবিবার লেবানন সীমান্তেও হিজবুল্লাহ জঙ্গিদের সঙ্গে ইসরিাইলি সেনাবাহিনীর গুলি বিনিময় হয়েছে।এই ঘটনা, পরিস্থিতিকে বৃহত্তর সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। লেবানন এবং ইসরাইল পরস্পরকে শত্রু রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচনা করে। তবে, তাদের মধ্যে ২০০৬ সালের একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়।তার পরও, লেবাননের ভূখণ্ড থেকে মাঝেমধ্যে ইসরাইলে ছোটখাটো রকেট হামলা চালানো হয় আর ইসরাইল এগুলোর প্রতিশোধমূলক জবাব দেয়।

হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হবে ঃ নেতানিয়াহু

ইসরায়েল (এজেন্সী) ঃ হামাসের খোঁজে ইসরায়েল প্রতিটি জায়গায় যাবে বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। হামলা, পাল্টা হামলায় ইতোমধ্যে দুই পক্ষের কয়েকশ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

গাজা উপত্যকা থেকে শনিবার চরমপন্থি ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামাস ইসরায়েলি বসতিতে হামলা চালানোর পাশাপাশি স্থানীয়দের জিম্মি করে। ইসরায়েলের সামরিক মুখপাত্র জানিয়েছেন, গাজা সীমান্তবর্তী দক্ষিণ ইসরায়েলে আটটি স্থানে সম্ভাব্য হামলাকারীদের সন্ধান চালাচ্ছে তারা। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফ এর ইউরোপীয় প্রেস ডেস্কের প্রধান মাশা মাইকেলসন জানিয়ছেন গাজা সীমান্তে স্থিতিশীলতা ফেরাতে কয়েক লাখ মজুদ সেনাকে পশ্চিমাঞ্চলে পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, ‘‘আমরা খুবই কঠিন ২৪ ঘণ্টা পার করেছি। অভূতপূর্ব অনুপ্রবেশ ও সাধারণ নাগরিকদের উপর গণহত্যা চালিয়েছে হামাস।’’ গতকাল থেকে ৪২৬টি টার্গেটে হামলার কথা জানিয়েছেন তিনি। এরমধ্যে ১০০টি চালানো হয়েছে ইউএভি বা চালকবিহীন উড়োজাহাজ দিয়ে।

হামাস শনিবার গাজা উপত্যকা থেকে ইসরায়েলের উপর অতর্কিত হামলা শুরু করে। ঐতিহাসিক ইয়ম কিপুর যুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তির সময়ে এই হামলার ঘটনা ঘটে। হামাস কীভাবে এমন অতর্কিত হামলা চালাতে সক্ষম হলো তা বের করতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলেও জানান মাশা।

হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের হামলায় অন্তত ৩১৩জন মারা গেছেন বলে রোববার জানিয়েছে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। নিহতদের মধ্যে ২০ শিশু রয়েছে। তাদের হিসাবে আহতের সংখ্যা ২০০০ জনের মতো। এছাড়া পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের বাহিনীর হামলায় এক শিশুসহ সাত জন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ। ইসরায়েলে উদ্ধারকারী সংস্থা জাকা জানিয়েছে, হামাসের হামলায় ইসরায়েলে ৩০০ জন প্রাণ হানিয়েছেন। শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ১৫৯০ জন আহত হয়েছেন। অন্যদিকে ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর তথ্য অনুযায়ী ২০০ জনের বেশি ইসরায়েলি নাগরিক নিহত ও ১০০০ এর উপরে আহত হয়েছেন।

এদিকে, লেবাননের হেজবুল্লাহ ইসরায়েল নিয়ন্ত্রিত সিরিয়ার গোলান মালভূমিতে হামলা চালিয়েছে বলে বিবৃতি দিয়েছে। ইসরায়েলের সেনারা রোববার সকালে জানিয়েছে তারা এর প্রতিক্রিয়ায় দক্ষিণ লেবাননে কামান থেকে গোলা ছুঁড়েছে। লেবাননের দক্ষিণ সীমান্তে নিয়োজিত জাতিসংঘের শান্তিবাহিনী জানিয়েছে, উত্তেজনা নিরসনে তারা দুই পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু হামাসকে পরাজিত করার অঙ্গীকার করেছেন। ইসরায়েল যুদ্ধ পরিস্থিতিতে রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। এই যুদ্ধ শেষ হতে সময় লাগবে বলেও টেলিভিশন বক্তৃতায় দেশটির নাগরিকদের জানিয়েছেন তিনি। নেতানিয়াহু বলেন, যা ঘটেছে তা ইসরায়েলে এর আগে কখনও দেখা যায়নি। ‘‘এই কালো দিনের শক্তিশালী প্রতিশোধ নেয়া হবে’’, বলেন তিনি। হামাস যেসব স্থানে লুকিয়ে রয়েছে তার প্রত্যেকটি জায়গায় ইসরায়েল অনুসন্ধান চালাবে বলেও জানান নেতানিয়াহু। তিনি আরো বলেছেন, ইসরায়েলের বন্দি সেনা ও বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা ও তাদের সুস্থতার জন্য হামাস দায়ী থাকবে। হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলে অভিযান চলাকালে গাজায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং পণ্য সরবরাহ বন্ধ থাকবে বলে নেতানিয়াহুর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে।

রোববার পোপ ফ্রান্সিস ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনে শান্তি ফেরানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘‘সন্ত্রাস ও যুদ্ধ কোনো সমাধান দিতে পারে না।’’ সংযম ও যদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে চীন। হামাস যাতে হামলা বন্ধ করে তা নিশ্চিত করতে মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামেহ শুকরির সঙ্গে কথা বলেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন।

ইসরায়েলের প্রতি সংহতি জানিয়ে দেশটির পতাকার রঙ্গে শনিবার বার্লিনের ব্রান্ডেনবুর্গ গেইটে আলো জ্বালানো হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স এ এই ছবি পোস্ট করে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস লিখেছেন, ‘‘ইসরায়েলের প্রতি সংহতি।’’

মেয়ের সাফল্যে শিলিগুড়িতে সংবর্ধনায় ভাসলো রিচার পরিবার

শিলিগুড়ি ঃ সোমবার এশিয়ান গেমসে ভারতকে সোনা এনে দিয়েছে মহিলা ক্রিকেট দল।এই সাফল্যে অবদান রয়েছে শিলিগুড়ির গর্ব রিচা ঘোষের।মেয়ের সাফল্যে মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে সংবর্ধনায় ভাসলো রিচার পরিবার।মঙ্গলবার সকাল থেকে রিচার বাড়িতে ক্রীড়া প্রেমী মানুষ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা নেতৃত্বরা ভিড় জমিয়েছেন।একইভাবে রিচার সাফল্যে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।এদিন তার শুভেচ্ছা বার্তা নিয়ে রিচার বাড়িতে পৌছান দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ।মিষ্টিমুখ ও ফুল দিয়ে রিচার বাবামাকে সম্মান জানানো হয়।আগামীতে রিচার আরও সাফল্য কামনা করেন সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ।এদিন তিনি বলেন, রিচা আমাদের গর্ব।বুধবার সে শহরে আসছে।বৃহস্পতিবার তার জন্মদিন উপলক্ষে ক্রিকেট খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করতে প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।মেয়ের সাফল্য খুশি রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ বলেন, শিলিগুড়ি শহর রিচাকে যে ভালোবাসা দিয়েছে, তা রিচাকে আরও উৎসাহিত করবে।এই প্রথমবার জন্মদিনে শহরে পাচ্ছি রিচাকে।রিচার খেলার জগৎ যেখান থেকে শুরু সেখানেই জন্মদিন পালন করা হবে।

আলিপুরদুয়ার মহা সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত ১

আলিপুরদুয়ার ঃ মহা সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ১ ব্যাক্তির। ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশা আসাম রোড় বানিজ্য কেন্দ্রর সামনে। ঘাতক কন্টেনার গাড়িটিকে চালক সহ আটক করেছে পুলিশ।দুর্ঘটনায় ঐ ব্যাক্তির মাথা এবং মুখ থেতলে যাওয়ার কারনে, এখনো ঐ ব্যাক্তির পরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ। সোমবার বারবিশায় সাপ্তাহিক হাট বসে স্বাভাবিক ভাবেই অন্যান্য দিনের তুলনায় লোকজনের ভিড় বেশী থাকে। এদিন সকালে ঐ ব্যাক্তি ৩১ নং জাতির সড়ক পার করে বারবিশা বাজারের দিকে আসার সময় দুর্ঘটনা টি ঘটে বলে জানা গিয়েছে। তবে আসাম রোড়ের ব্যাবসায়ী দের অভিযোগ করোনা চলাকালীন লকডাউনের সময় থেকে কোরনা বিধিনিষেধ মানার উদ্যেশ্যে সার্ভিস রোডের উপর সব্জি ব্যাবসায়ীরা দোকান দিতে শুরু করে। এখন কোরোনার বিধিনিষেধ না থাকলেও সব্জি ব্যাবসায়ীরা সার্ভিস রোড়ের উপরেই পাইকারি এবং খুচরো দোকান খুলে বসছে। এর ক্রডড বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে বলে জানিয়েছেন আসাম রোডের ব্যবসায়ী দের একাংশ।

লাগাতার ভারী বর্ষণের ফলে পুরাতন মালদা শহরের বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে

মালদা ঃ লাগাতার ভারী বর্ষণের ফলে পুরাতন মালদা শহরের বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এমনই দৃশ্য ধরা পরল পুরাতন মালদা পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের হিন্দুস্তান মোড় এবং মন্ডলপাড়া এলাকায়। অন্যদিকে টানা বৃষ্টির ফলে মাটির বাড়ির ধস নেমে গেছে, এর ফলে আতঙ্কে বাড়িছাড়া হয়ে রয়েছে পুরাতন মালদা পুরসভার দুই নম্বর ওয়ার্ডের পালপাড়া বাশেঁ এলাকায়।
বর্ষার মৌসুম পার হয়ে গেলেও আশ্বিন মাসের বৃষ্টিতে নাজেহাল পুরাতন মালদার শহরবাসী। গত শনিবার রাত্রে থেকে টানা বৃষ্টির ফলে পুরাতন মালদা পৌরসভার বেশ কিছু নিচু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে।। ওল্ড মালদা রোডের হিন্দুস্তান মোড়ে পাকা রাস্তার উপরে দুপুর পর্যন্ত জল দাঁড়িয়ে রয়েছে এর ফলে রাস্তার একটি লেন দিয়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে পড়ে । অন্যদিকে সাত নম্বর ওয়ার্ডের মঙ্গলবাড়ী মন্ডলপাড়া এলাকায় জলমগ্ন হয়ে বেশ কিছু পরিবার গৃহবন্দী হয়ে পড়ে এমনকি বৃষ্টির জমা জল রাস্তা থেকে উপচে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে ,এর ফলে বাড়ির আসবাবপত্র নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয় মন্ডল পাড়ার বাসিন্দারা। জলমগ্ন এলাকাবাসীদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা রয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত এই নিকাশের সমস্যার সমাধান হলো না অথচ ভোটের সময় হলেই সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেয় অথচ কাজ হয় না তাই এলাকাবাসীর দাবি অতি শীঘ্রই যেন পাকাপোক্তভাবে এই মন্ডলপাড়ার নিকাশি ব্যবস্থা করা হয় । সকাল হতেই মন্ডল পাড়ায় এলাকা পরিদর্শনে আছেন কাউন্সিলর শত্রুঘ্ন সিনহা বর্মা এবং তিনি স্বীকার করে নেন নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক না থাকার , তিনি জানান,কিছু নিচু অংশ জলমগ্ন হয়েছে বৃষ্টির জলে তবে খুব শীঘ্রই জল লিস্কাশন করে সমস্যার সমাধান করা হবে। অন্যদিকে পুরাতন মালদা পৌরসভার দুই নম্বর ওয়ার্ডের নবাবগঞ্জ বাঁশহাট এলাকায় অঝোরে বৃষ্টির ফলে বেশ কয়েকটি মাটির বাড়ি বিপদজনক হয়ে পড়ে, মাটির বাড়ির তল থেকে জলের তরে মাটি কাটতে শুরু করে এবং বাড়ির তলা ফাঁকা হয়ে পড়ে ফলে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে ওই পরিবারের সদস্যরা ।এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে ছুটে আসে সংশ্লিষ্ট এলাকার কাউন্সিলর বাসন্তী রায় এবং তিনি জানান, এই এলাকার সমস্যা পৌরসভা লিখিত আকারে আগে থেকে জানানো আছে ,তিনি আবার পৌর প্রধান কে দরবার করবেন বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা সমাধানের জন্য এবং এই পরিবারকে আপাতত যেটুকু সহযোগিতা করার তিনি সহযোগিতা করবেন।

টানা বৃষ্টিতে নাকাল অবস্থা ইংরেজবাজার পৌরসভা

মালদা ঃ টানা বৃষ্টিতে নাকাল অবস্থা শহরবাসীর।
জলমগ্ন ইংরেজবাজার পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লী এলাকা। রবিবার থেকে টানা বর্ষণে সুভাষপল্লী সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় জল জমে যাওয়ার কারণে সমস্যায় পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন স্থানীয় কাউন্সিলর সুজিত সাহা। তিনি বলেন, এই সমস্যা প্রায় ৩২ বছরের। তিনি এও বলেন, ৯৫ সালের পর এমন বৃষ্টি পড়েছে। এর আগে বামপন্থী এবং বিজেপি কাউন্সিলর নিকাশির কোন উদ্যোগ নেয়নি। তিনি কাউন্সিলর হওয়ার পর নিকাশি সমস্যা মেটানোর জন্য রেলের সঙ্গে কথা বলে হাই ড্রেন তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছেন। অনেকটা কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, পুরো কাজ হয়ে গেলে জল জমবেনা এলাকায়। জল নিকাশির জন্য দুটি পাম্প চালিয়ে নিকাশির চেষ্টা করা হয়।

২০২৪ এ বাংলা থেকে ৪২ এ ৪২ এর টার্গেট দিলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী সায়নী ঘোষ

হাওড়া ঃ২০২৪ এ বাংলা থেকে ৪২ এ ৪২ এর টার্গেট দিলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। হাওড়ার বালির এসি ময়দানে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের এক রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে এসে সায়নী ঘোষ এই লক্ষ্যমাত্রা দেন। তিনি বলেন, মোদী ম্যাজিক এখন মোদী ট্রাজিক হয়ে গেছে। এখন মোদীকে দেখে লোক পালিয়ে যাচ্ছে। ভোট এলেই ওরা গ্যাসের দাম কমায়। তাই এখন গ্যাসের দাম আড়াইশো টাকা কমিয়ে দিয়েছে। মোদীকে ইঙ্গিত করে সায়নী ঘোষ বলেন, যিনি প্রকৃত লিডার হবেন তাঁকে সমস্ত কিছুর দায় নিতে হবে। ভালোর দায় নিতে হবে, খারাপের দায়ও নিতে হবে। যতই দম্ভ, যতই অহংকার থাকুক মানুষের সামনে তোমাকে এসে মাথানত করতেই হবে কারণ মানুষ আশীর্বাদ না করলে তোমায় ফুটপাতে বসতে হবে। আমাদের নেত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যতই কেন্দ্রীয় এজেন্সি নামানো হোক যতই নোটের খেলা ভোটের খেলা করা হোক মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়কে এসব করে চক্রান্ত করে দমিয়ে রাখা যাবেনা। সায়নী ঘোষ আরো বলেন, এখন তৃণমূল কংগ্রেস ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে রয়েছে। ইন্ডিয়া জোটকে ভয় পেয়ে গেছে ভারতীয় জুংলা পার্টি বিজেপি। সায়নী এদিন দলের যুব কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, পুরনো তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের সম্মান করতে হবে। প্রকৃত সম্মান করতে হবে। সাধারণ কর্মীরা আমাদের কাছ থেকে কিছু চায়না। সাধারণ কর্মীদের সম্মান দিতে হবে। আমাদের দলের নেতৃত্বকে বলবো বুথ লেভেল অবধি যোগাযোগ রাখুন ফিডব্যাক নিন। আগামী দিন যে কোনও ভোটে দলের তরফ থেকে যিনিই প্রার্থী হোন জেনে রাখবেন সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বঃেদ্যাপাধ্যায়ের মনোনীত প্রার্থী। তাই সেই প্রার্থীকেই সমর্থন করতে হবে এবং তাঁকে ভোটে জেতার জন্য সকলে এক হয়ে কাজ করতে হবে।বিরোধীরা আজকে তৃণমূল কংগ্রেসকে হেনস্তা করার চেষ্টা করছে। যতই ওরা সেটা করুক ওদের উদ্দেশ্যে বলি আমাদের গর্ব আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজয়ের ২০ দিন পরেও ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনে শপথ নেননি নবনির্বাচিত বিধায়ক

জলপাইগুড়ি ঃ ধুপগুড়ির মানুষ যারা আমাকে নির্বাচিত করেছেন তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। আমার জয়ী ঘোষণা প্রায় ২০ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল এখনো হলো না শপথ গ্রহণ। সোমবার বিকেলে ধুপগুড়ি উপ নির্বাচনে নবনির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অধ্যাপক নির্মল চন্দ্র রায় বলেন এখনো পর্যন্ত আমার কাছে কোন খবর নেই। মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফর করে ফিরেছেন নিশ্চয়ই তিনি ভাবছেন। সোমবার বিকালে তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদের মেম্বার নবনির্বাচিত বিধায়ক কে ফুলের তোড়া এবং মিষ্টি দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

করম পুজোর উৎসবে শামিল রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়

জলপাইগুড়ি। ধামসা মাদলের তালে করম পুজোর উৎসবে শামিল রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। সোমবার জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত মানদাদাড়ি অঞ্চলের সরস্বতীপুর চা বাগানে করম পূজো অনুষ্ঠানে যোগদানে রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হলো করম পূজো। পুজোর পাশাপাশি রাতভর চলবে নাচ গানের মধ্য দিয়ে নানান অনুষ্ঠান বলে উদ্যোক্তারা জানান। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এদিন করম পূজার আযো়জন করা হয় বলে জানা যায়।

শিলিগুড়ির গোড়ামোড় থেকে ১০ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার সহ একজনকে গ্রেফতার করল এসওজি ও নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি। ফের একবার সাফল্য পেল পুলিশ। সোমবার গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ির গোড়ামোড় এলাকায় অভিযান শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ও নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। এরপর বাইকে থাকা এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। এবং তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ব্রাউন সুগার। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম রফিকুল হক(৪৬)।সে রাজগঞ্জের জুম্বাগজের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ওই ব্যক্তির কাছ থেকে ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। উদ্ধার হাওয়া ব্রাউন সুগার আমবাড়ির দিক থেকে এনজেপি দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। তবে এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃত ব্যক্তিকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

ডেঙ্গু পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ফের পথে নেমেছেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ

কলকাতা ঃ ডেঙ্গু পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ফের পথে নেমেছেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। এদিন যাদবপুরের কাছে কৃষ্ণা গ্লাস ফ্যাক্টরিতে যান কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরাও। ১০২ নম্বর ওয়ার্ডে ১২ বিঘা জমির ওপর কৃষ্ণা গ্লাস ফ্যাক্টরি। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ কারখানায় আগাছার জঙ্গল। পাহাড়প্রমাণ আবর্জনা জমেছে। ফুটো ছাদ দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ে কারখানা চত্বর মশার আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে বলে মনে করছে পুরসভা। মশার তেল স্প্রে করার পাশাপাশি, আজ ড্রোন উড়িয়ে খোঁজা হচ্ছে মশার লার্ভা।

বঙ্গ গৌরব সম্মান এ সম্মানিত কাওয়াখালীর যুবক সুমন চ্যাটার্জী

শিলিগুড়ি ঃ সমাজসেবার মূল্যায়ন সুমনের । কলকাতার world book of star records এ বিচারে বঙ্গ গৌরব সন্মানের সম্মানিত কায়াখালীর যুবক ।।
সমাজ সেবা মূলক কাজে বিশ্ব দরবারে করলেন শিলিগুড়ির কাওয়াখালীর ৩৫ বর্ষ যুবক সুমন চ্যাটার্জী , এদিন তাকে বঙ্গ গৌরব সম্মানে ভূষিত করা হলো ।। কলকাতার তাজ সিটি সেন্টারে এক অনুষ্ঠানের মাঝে তাকে world book of star records থেকে বঙ্গ গৌরব সম্মান নিয়ে ভূষিত করা হলো , সারা বিশ্বে সমাজসেবক মূলক কাজের জন্য এই পুরুস্কার দেওয়া হয় । কাওয়াখালীর এই যুবক সুমন চ্যাটার্জি ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি সেবামূলক কাজে নিজেকে নিযো়জিত রেখেছেন । সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে এবং খরচে বিবেকানন্দ ওয়েল ফেয়ার অর্গানাইজেশন গরেছেন তিনি । সমাজর পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষদের পাশে প্রচারের অন্তরালে কাজ করে চলেছেন তিনি । বিশেষ করে স্বরূক দুর্ঘটনা গ্রস্থ অবলা প্রাণী কিংবা ভবঘুরে মুমূর্ষুদের ততখানিক উদ্ধার করে সেবা শুশ্রু করে সুস্থ করে তোলার কাজ করতেন তিনি । এদিন পুরস্কার হাতে পেয়ে তিনি জানান এই সম্মান আগামী দিনে তাকে বেশি করে সমাজ সেবামূলক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে ।।

দুই মেদিনীপুরে করম উৎসবে মাতলেন আদিবাসী সমাজের মানুষ

পাঁশকুড়া (সন্ন্যাসী কাউরী) ঃ সামাজিক আচার রীতি মেনেই করম পূজার আযো়জন করল আদিবাসী সমাজের মানুষজন। দুই মেদিনীপুর জেলার আদিবাসী সমাজের মানুষজন করম দেবতার পূজা অর্চনায় মেতে ওঠেন। সোমবার দুই মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া, ডেবরা, কেশপুর, দাসপুর, ঘাটাল, মেদিনীপুর, গড়বেতা, খড়গপুর, লালগড়, বিনপুর, বেলপাহাড়ী, বেলদা সহ বিভিন্ন এলাকায় এই করম পূজার আযো়জন করা হয়। এদিন পাঁশকুড়া ব্লকের বেনাগলেসায় করম উৎসবের আযো়জন করে আদিবাসী ভূমিজ মুন্ডা কল্যান সমিতি। সমিতির উদ্যোগে এদিন করম পূজা, আদিবাসী নৃত্য সহ নানান অনুষ্ঠানের আযো়জন করা হয়। এদিন প্রথমে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের জেলা উপদেষ্টা নিতাই সর্দার। বীর শহীদ গঙ্গারাম সিং সর্দার, রঘুনাথ সিং সর্দার ও সংবিধান প্রণেতা বি আর আম্বেদকর এর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সকলেই। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমিতির জেলা নেতৃত্ব উত্তম লায়েক, জগাই লায়েক, চম্পা লায়েক, আরতি সিং ,কার্তিক লায়েক, সহদেব সিং, দিলীপ পাতর সহ অন্যান্যরা। পুত্র সন্তান ও সংসারের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি কামনা করে জাহের স্থানে করম পূজায় ব্রতী হন আদিবাসী মহিলা পুরুষ সকলেই।
অন্যদিকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতেও করম উৎসবের আযো়জন করে আদিবাসী সমাজের মানুষজন। ডেবরার ডুঁয়া, জোতনারায়ন, গোলগ্রাম, সাতকনা, ত্রিলোচনপুরে করম স্থানে করম দেবতার পূজা করেন ভূমিজ মুন্ডা সমাজের মানুষজন। আদিবাসী ভূমিজ মুন্ডা সমাজের মানুষজনের কাছে জাগ্রত দেবতা করম। ভাদ্র আশ্বিন মাসের একাদশী তিথিতে এই দেবতার পূজা করেন আদিবাসী জনজাতির মানুষ। আদিবাসী সমাজের মানুষজনের বিশ্বাস এই প্রকৃতি দেবতার পূজা করলে সংসারে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি লাভ করা যায়। সেই বিশ্বাস নিয়ে প্রতি বছর করম উৎসবে মেতে ওঠেন আদিবাসী সমাজের মানুষজন।

জলপাইগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় রোদের কারণে স্বস্তি, বাজারগুলিতে খুশি ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা

জলপাইগুড়ি ঃ দুর্গাপুজো ঘনিয়ে এলেও উত্তরবঙ্গ ছাড়ছে না বর্ষা। তবে সোমবার আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে তিস্তা নদীতে হলুদ সংকেত কার্যকর রয়েছে।তবে সোমবার কিছুটা হলে আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে। জলপাইগুড়িতে দুপুরের পর রোদ ঝলমলে আকাশ। খুশি ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ।সোমবার জলস্ফিতি কিছুটা হলেও কম তিস্তা নদীতে। তিস্তা ব্যারেজ থেকে সোমবার দুপুর ৩ টায় ১০২০.৬৬ কিউমেক জল ছাড়ায় নদীর জলস্তর কম। শনিবার সন্ধা সাড়ে আট টা নাগাদ হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে তিস্তা নদীর মেখলিগঞ্জ থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত অসংরক্ষিত এলাকায় বলে সেচ দপ্তরের ফ্লাড কংট্রোল রুম সুত্রে জানা গেছে। অপরদিকে গত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়েই। পাশাপাশি বৃষ্টিতে রবিবার জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন নিচু এলাকা গুলিতে জল জমলেও সোমবার শহরে জল জমার কোন খবর নেই।

বাজ পড়ে আহত হয় আরো বেশ কয়েকটি হনুমান। উদ্ধার কার্যে ঘটনাস্থলে দোমকল ও বনদপ্তরের কর্মীরা ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায়

শান্তিপুর ঃ গাছে বাজ পড়ে মৃত্যু হল দুটি হনুমানের। বাজ পড়ে আহত হয় আরো বেশ কয়েকটি হনুমান। উদ্ধার কার্যে ঘটনাস্থলে দমকল ও বনদপ্তরের কর্মীরা ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায়। নদীয়ার শান্তিপুর ফুলিয়ার প্রফুল্ল নগর কালী মন্দির এলাকার ঘটনা। স্থানীয়দের দাবি, গতকাল রাতে ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সময় হঠাৎই বিকট শব্দ শুনতে পান তারা। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে ওই মন্দির প্রাঙ্গণের সামনে একটি বড় গাছে বেশ কয়েকটি হনুমান অসুস্থ অবস্থায় গাছের ডালে রয়েছে। পাশের ডালে দেখে দুটি হনুমান মৃত অবস্থায় রয়েছে। সাথে সাথেই তারা ফোন করেন বনদপ্তরকে, এর পরেই দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। সোমবার বেলা নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দুই দপ্তরের আধিকারিকরা, এরপর বেশ খানিকটা সময়ের চেষ্টায় দুটি মৃত হনুমান সহ অসুস্থ হনুমান গুলিকে উদ্ধার করে তারা। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাজ পড়ে মৃত্যু হয় ওই দুটি হনুমানের, যদিও মৃত দুটি হনুমানকে ময়না তদন্তের জন্য তারা পাঠিয়েছেন। যদিও দোমকল দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যে ঘটনা ঘটেছে খুবই দুঃখজনক, কারণ হনুমান বেশিরভাগ গাছেই রাত্রি বাস করে। জলের স্পিড দিয়ে আমরা মৃত দুটি হনুমানকে গাছ থেকে নিচে নামাতে পেরেছি। এই ঘটনায় শোকাহত ওই এলাকার বাসিন্দারা।

মাঠে জমি চাষ দিতে গিয়ে সাপের ছোবলে এক ব্যাক্তি মৃত্যু

কিন্নাহার ঃ মাঠে জমি চাষ দিতে গিয়ে সাপের ছোবলে মৃত্যু হলো কিন্নাহার থানার অন্তরগর্ত লাগলহাটা এলাকার এক ব্যাক্তি।মৃত ব্যাক্তির নাম হৃদয় বাগদি।পরিবার সূত্রে জানা যায় ২২সেপ্টেম্বর সাপে ছোবল মারে তাকে।পরের দিন অথাৎ ২৩সেপ্টেম্বর সকালে প্রথমে বোলপুর সিআন হসপিটালে ভর্তি করা হয়।তারপর অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকেরা সেখান থেকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হসপিটালে রেফার করে ২৩সেপ্টেম্বর সকালে।গতকাল সন্ধে ৬টা ৪৫মিনিটে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয় হৃদয় বাগদির।মৃতদেহ সোমবার ময়নাতদন্ত হয় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

অগ্নিকাণ্ডের দুর্ঘটনায় সময় মতন দমকল দপ্তরকে না পেয়ে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর নদীয়ার চাকদহে

নদিয়া ঃচাকদহের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৫২ নাম্বার রেলগেট সংলগ্ন একটি বাড়িতে আজ সকালে হঠাৎই অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে ফলে স্থানীয় মানুষেরা চাকদা দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হলে দমকল আসতে দেরি করায় বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকাবাসী। যদিও দমকল কর্তৃপক্ষ বলেন,৫২ নম্বর রেলগেট থেকে পায়রাডাঙ্গা অভিমুখে যে রাস্তাটি রয়েছে তা অত্যন্ত দুর্বিষহ পরিস্থিতি থাকার ফলে দমকল ঢুকতে কিছুক্ষণ দেরি হয়। তবে এলাকার মানুষরা খুব প্রকাশ করেছে এবং উত্তেজিত হয়ে রাস্তা অবরোধ করেছে। খবর পেয়ে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অধ্যাপক স্বপন গুপ্ত ঘটনাস্থলে গেলে তাকে দেখে বিক্ষোভেটে পড়ে এলাকার নাগরিকেরা এখনো পর্যন্ত রাস্তাটি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। ঘটনার স্থলে রয়েছে চাকদা থানা পুলিশ প্রশাসন।

রেল লাইন পারাপার করতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের

নদীয়া ঃরেল লাইন পারাপার করতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার নদীয়ার নবদ্বীপ থানার বেদরাপাড়া গুমটির রেললাইন সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে। মৃত যুবকের নাম বিশাল মন্ডল ওরফে বিপুল(২২)। এই দিন লাইন পারাপার করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয় ওই যুবকের। মৃত যুবক ওই এলাকায় রেললাইন সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করতেন বলে জানা গিয়েছে স্থানীয় সূত্রে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে রেল পুলিশ ও জিআরপি। দেহ উদ্ধারের পাশাপাশি ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে জিআরপি ও রেল পুলিশ

দিনের আলোতেই চলছে প্রকাশ্যে অবৈধ বালি পাচার, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন

আসানসোল ঃ অবৈধ বালি পাচার দিনের আলোতে সেই চিত্র ধরা পড়লো সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরায়। আসানসোলের কুলটি থানার অন্তর্গত ডিসেরগড় নদীঘাটে হাতনল, রক্তা, আলডিহি সহ আরো বিভিন্ন নদীঘাটে প্রকাশ্যে দিনের আলোয় চলছে রমরমিয়ে অবৈধ ভাবে বালি পাচার। রীতিমত নদীঘাটে ট্রাক্টর টলি তে বালি লোড হচ্ছে। নদীঘাটে এবং বিভিন্ন এলাকায় দিনের আলোতেই পাচার করা হচ্ছে অবৈধ ভাবে বালি!প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে চিহ্ন উঠছে। কি ভাবে প্রকাশ্য দিনের আলোয় বালি মফিয়ারা এতো সক্রিয়? কার মদতে এই অবৈধ ভাবে বালি পাচার হচ্ছে সেই বিষয় নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন!! অবৈধ বালি পাচার নিয়ে বিজেপি নেতা তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিজেপি সহসভাপতি সুব্রত মিশ্রা জানান কুলটি বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ বালি পাচারের কাজ শুরু হয়ে গেছে।। রাতের অন্ধকারে বড় বড় গাড়ি পার হচ্ছে যার ফলে রাস্তার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। পুলিশ প্রশাসনেই নাকের ডগা দিয়ে চলছে অবৈধ বালি পাচারের কারবার। পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক এই বিষয়ে জানান, তাদের এক ইনফোর্সমেন্ট টিম কাজ করছে।যেমন যেমন অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে সেই ভাবে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

আজকের দিনটি

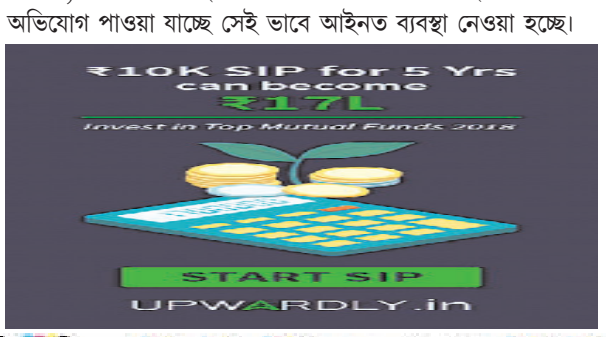

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

नेक इरादा निभा रहे वादा

सिंचाई की सुविधा से समृद्ध होंगे किसान

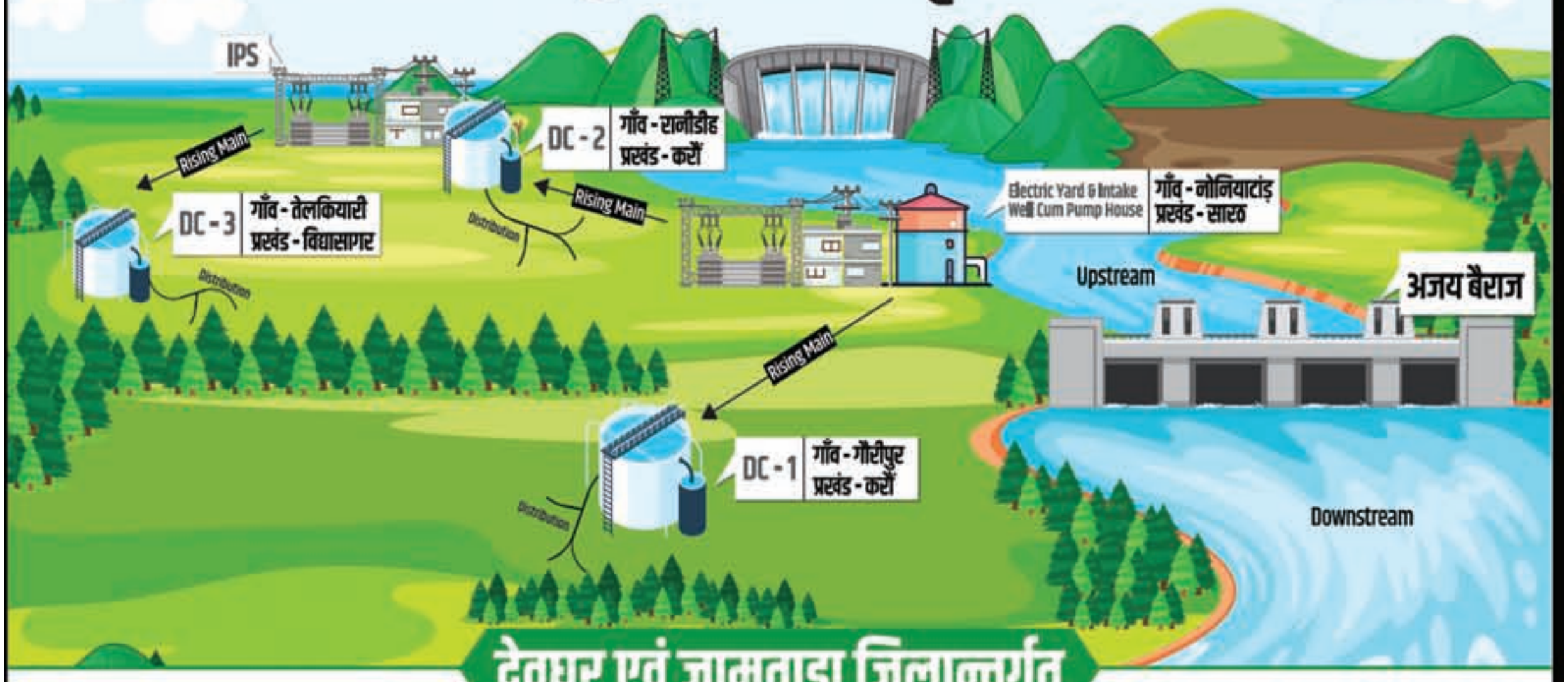

देवघर एवं जामताड़ा जिलान्तर्गत

सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना

शिलान्यास समारोह

मुख्य अतिथि

श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

विशिष्ट अतिथि

श्री बादल पत्रलेख
माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड

श्री हफीजुल हसन
माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण, निबंधन तथा पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड

श्री सुनील सोरेन
माननीय सांसद, दुमका लोकसभा क्षेत्र

श्री निशिकान्त दुबे
माननीय सांसद, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र

श्री इरफान अंसारी
माननीय विधायक, जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र

श्री रणधीर कुमार सिंह
माननीय विधायक, सारठ विधानसभा क्षेत्र

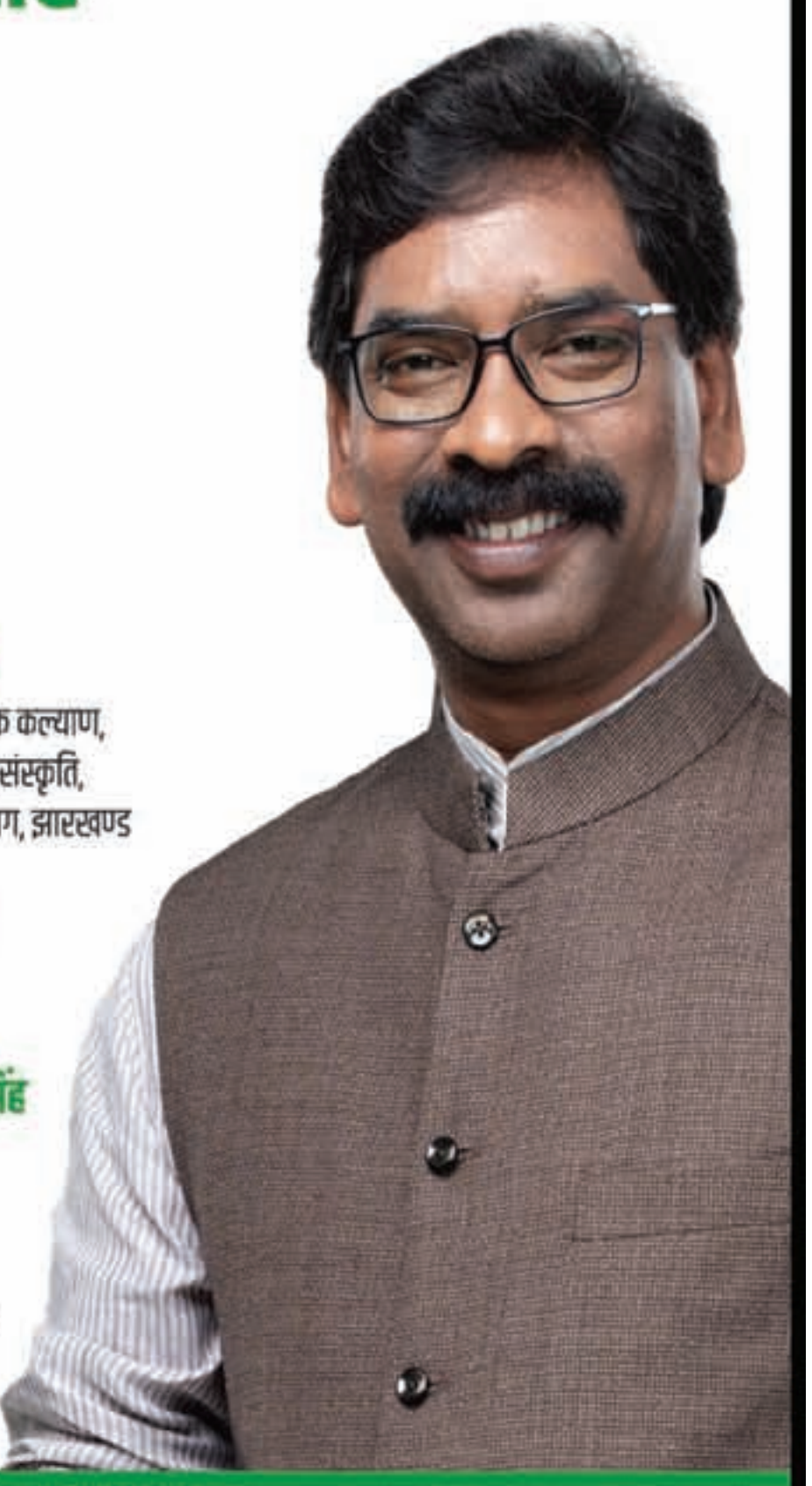

दिनांक : 09 अक्टूबर, 2023 | समय : अपराह्न 01:00 बजे
स्थान : ग्राम - सिकटिया, प्रखण्ड - सारठ, जिला - देवघर

मुख्य बातें -

₹484.35
करोड़ से होगा निर्माण

13,164 हे0
कुल सिंचित क्षेत्र

1,11,174
कुल लाभान्वित ग्रामीण

27
कुल लाभान्वित पंचायत

190
कुल लाभान्वित गाँव

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार

সম্পাদকীয়

শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশকারা দেওয়া বন্ধ করবে কি কানাডা?

কানাডা ও ভারতের মধ্যে যে কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব চলছে, তার মতো কুৎসিত বিতণ্ডা দুটো বড় গণতন্ত্রের মধ্যে কদাচিৎই দেখা যায়। এই দুই দেশের মধ্যকার ঐতিহ্যগত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এখন তলানিতে এসে ঠেকেছে। সম্পর্কটি যাতে আরও খারাপ অবস্থায় চলে না যায় সে জন্য কানাডার ঘনিষ্ঠ মিত্র এবং ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা চলছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, দুই দেশের কূটনৈতিক কোলাহল স্তিমিত হলেও কানাডা যতক্ষণ তার ভূখণ্ডে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশকারা দেবে ততক্ষণ ভারতকানাডার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে না। গত জুনে কানাডার মাটিতে শিখ নেতা হরদ্বীপ সিং নিজ্জরের গুলিতে নিহত হওয়ার পেছনে ভারত সরকারের 'সম্ভাব্য যোগ' থাকার 'বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ' থাকার কথা সম্প্রতি বলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। তাঁর এই সংবেদনশীল মন্তব্যের জের ধরে ভারত ও কানাডার সম্পর্ক অস্থির হয়ে ওঠে। কানাডা ভারতের কূটনীতিকদের বহিষ্কার করার পর ভারত পাল্টা ব্যবস্থা নিয়েছে। ভারতও কানাডার কূটনৈতিক কর্মকর্তাদের বের করে দিয়েছে। কানাডার নাগরিকদের ভিসা বন্ধ করেছে। ভারত অভিযোগ করেছে, কানাডা 'সন্ত্রাসীদের অভয়াশ্রম' গড়েছে এবং সেদিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাখার জন্য কানাডা ভারতের বিরুদ্ধে 'আজগুবি' অভিযোগ তুলেছে। কানাডার আশ্রয়ে থাকা ভারতীয় শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মধ্যে নিজ্জরই একমাত্র নেতা নন। আদতে, শিখদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠনের দাবি তোলা 'খালিস্তান' জঙ্গি আন্দোলনের সমর্থনে দুনিয়া জুড়ে যত সংখ্যক শিখ আছেন, তাঁদের বেশির ভাগই কানাডায় আছেন। সেখানে তাঁরা প্রকাশ্যে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাচ্ছেন। খালিস্তান বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মূলত শিখ প্রবাসীদের একটি ছোট সংখ্যালঘু অংশ। এরা মূলত কানাডায় জড়ো হওয়া একটি সম্প্রদায়। ভারতে বসবাসকারী শিখরা ভারতীয় হিসেবেই গর্ব বোধ করেন, তাঁরা বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন করেন না। কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়াকে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তাদের তৎপরতা চালানোর আস্তানা হিসেবে গড়ে তুলেছেন। এখান থেকেই তাঁরা রাজনৈতিক সহিংসতাকে মহিমান্বিত করে ব্যাপক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। যেমন, তাঁরা ভারতীয় কূটনীতিকদের হত্যাকাণ্ডের সমর্থনে বিলবোর্ড টাঙিয়েছে কারাদণ্ড পাওয়া খালিস্তানি জঙ্গিদের স্বাধীনতাকামী হিসেবে সম্মান দেখিয়েছে নিহত জঙ্গিদের 'শহীদের মর্যাদা' দিয়েছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডকে উদ্যাপনের ভঙ্গিমায় সেই হত্যাকাণ্ডকে মঞ্চে অভিনয়ের মতো করে দেখিয়েছে এবং কানাডায় ভারতীয় কূটনৈতিক মিশনে হামলা চালিয়েছে। তারা কানাডায় খালিস্তানের স্বাধীনতার বিষয়ে গণভোটও করেছে। সন্দেহ নেই, শিখ কট্টরপন্থীরা কানাডার মূল ধারার রাজনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব রাখেন। এমনকি তারা দেশটির বড় অর্থ জোগানদাতাও। ট্রুডোর সংখ্যালঘু সরকারকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে খালিস্তান আন্দোলনে মদদ দেওয়া শিখ নেতা জগমিত সিংয়ের দল নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টির সহায়তা বড় ভূমিকা রেখে থাকে। ট্রুডো সরকারের একজন প্রাক্তন পররাষ্ট্র নীতি উপদেষ্টার মতে, ট্রুডো শিখদের ভোট হারাতে চাননি। এ কারণেই তিনি খালিস্তানি জঙ্গিদের অর্থায়ন বন্ধ করার বিষয়ে পদক্ষেপ নেননি। কিন্তু ভারতের জন্য সবচেয়ে যেটি হতাশার, সেটি হলো, শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তৎপরতা বন্ধে কানাডা সরকারের অনীহা। ২০১৮ সালে জাস্টিন ট্রুডোর প্রথম ভারত সফর বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। ওই সময় ট্রুডোর সফরসঙ্গীর তালিকায় এমন একজন শিখ সন্ত্রাসীর নাম ছিল যিনি কানাডা সফরে যাওয়া একজন ভারতীয় প্রতিমন্ত্রীকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে বেশ কয়েক বছর কানাডার কারাগারে ছিলেন। গত মাসে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি২০ সম্মেলনে জাস্টিন ট্রুডোকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহিংস উগ্রপন্থীদের প্রতি কানাডার নমনীয়তা প্রদর্শনের বিষয়ে ভারতের আপত্তির কথা জানিয়ে দিয়েছেন। শিখ ইস্যুতে ভারতের সঙ্গে কানাডার আগে থেকেই চাপানউতোর ছিল। তার মধ্যেই ট্রুডো নিজ্জর হত্যা বিষয়ক অভিযোগটি তোলেন। যখন কোনো দেশের মাটিতে কোনো ব্যক্তি হত্যাকাণ্ডের শিকার হন এবং সেই হত্যাকাণ্ডের পেছনে দেশটি বিদেশি গোয়েন্দাদের হাত থাকার অভিযোগ তোলে, তখন অভিযোগকারী দেশ অভিযুক্ত দেশের হাতে এ সংক্রান্ত ভিডিও, অডিও অথবা ফরেনসিক তথ্যপ্রমাণ হস্তান্তর করে থাকে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী জয়প্রকাশ নারায়ণ ও সাহিত্যিক মুন্সী প্রেমচাঁদের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হল

স্বাধীনতা সংগ্রামী জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং সাহিত্যিক মুন্সি প্রেমচাঁদের মৃত্যুবার্ষিকী তাদের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে উদযাপিত হল নারায়ণ আইটিআই ইন্সটিটিউট লুপুংডিহে নিমডিহ ব্লকের সেরায়কেলা খারসাওয়ান জেলার অন্তর্গত।

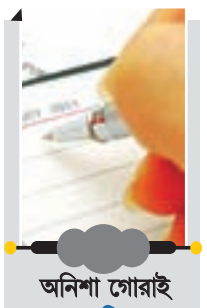

অনিশা গোরাই
প্রাবন্ধিক

ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর জটাশঙ্কর পান্ডে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, মুন্সী প্রেমচাঁদ সেবা সদন, প্রেমাশ্রম, রঙ্গভূমি, নির্মলা, গাবন, কর্মভূমি, গোদান ইত্যাদির মতো দেড় ডজন উপন্যাস লিখেছেন এবং এক কাফন, পুস কি রাত, পঞ্চ পরমেশ্বর, বড়ে ঘর কী বেটি, বুড়ি কাকী, দুই ষাঁড়ের গল্প ইত্যাদি তিন শতাধিক গল্প লিখেছেন। জামানা, সরস্বতী, মাধুরী, মরিয়দা, চাঁদ, সুধা ইত্যাদি প্রধান

উর্দু ও হিন্দি পত্রিকায় তিনি লিখেছেন।

মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী জয়প্রকাশ নারায়ণের জীবনীর উপর আলোকপাত করে, ডঃ জটাশঙ্কর পান্ডে বলেন যে তিনি একজন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ১৯৭০ সালে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে বিরোধীদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। ইন্দিরা গান্ধীকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য জয়প্রকাশ নারায়ণ 'সম্পূর্ণ বিপ্লব' নামে একটি আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তিনি একজন সমাজসেবক ছিলেন যার কারণে তাকে 'লোকনায়ক' বলা হয়। ১৯৯৮ সালে, তাকে মরণোত্তর ভারতরত্ন দেওয়া হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী নিখিল কুমার, অরুণ পান্ডে, শান্তি রাম মাহাতো প্রমুখ।

ফিলিস্তিনের হতবাক করা হামলায় গুঁড়িয়ে গেছে ইসরায়েলের আত্মবিশ্বাস

লুবনা মাসারওয়া

ফিলিস্তিনিদের এই হামলা চমকে দেওয়ার মতোই বর্ষীয়ান ইসরায়েলি রাজনৈতিক ভাষ্যকার মেরন র‍্যাপোপোর্ট মিডল ইস্ট আইকে বলছিলেন। তাঁর মতে, ইসরায়েল হতোদ্যম, নিজ ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ আর ইসরায়েলের হাতে নেই।

এ দফায় হামাস ও ফিলিস্তিনের অন্য গোষ্ঠীগুলো যেভাবে যুদ্ধ করছে, ১৯৪৮ সালের পর তেমনটি আর দেখা যায়নি বলে মনে করেন মেরন। ওই বছর আরব ইসরায়েল যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের নির্মূল করে ইসরায়েল রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান ঘটেছিল।

মেরন বলেন, এমনকি অর্ধশতাব্দী আগে ১৯৭৩ সালে যখন মিসর আচমকা ইসরায়েলে আক্রমণ করে, তখনো কেউ এতটা বিস্মিত হয়নি। ওই যুদ্ধকে ইসরায়েলিরা 'ইয়ম কিপ্পুর' বলে অভিহিত করে। এবারকার হামলায় ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো হতবাক হয়ে গেছে। তাদের বিস্ময়ের ঘোর কাটছে না। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর প্রতি তাদের নাগরিকদের যে আস্থা ছিল, তাতেও ভয়ংকরভাবে চিড় ধরেছে। কর্তৃপক্ষ বলছে, শুধু গত শনিবারই ২৫০ ইসরায়েলি নিহত হয়েছেন। ১৯৭৩ সালে ইসরায়েলিরা একটা প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। এবার যারা যুদ্ধ করছে, তাদের হাতে কালাশনিকভ ছাড়া কিছু নেই। এটা অবিশ্বাস্য। ইসরায়েলের এই সেনা ও গোয়েন্দা ব্যর্থতা তাদের অনেক দিন ভোগাবে।

ইসরায়েল বছরের পর বছর ধরে গাজা উপত্যকার আশপাশে নজরদারির জন্য শৌখিন ও বহুমূল্য অবকাঠামো গড়ে তুলেছে। এই অঞ্চলকে তারা ২০০৭ সালে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল। মেরন বলেন, ওখানে ক্যামেরা ও আকাশে ড্রোন ওড়ার কথা। এই বেষ্টনী অতিক্রম করা প্রায় অসম্ভব। ফলে ইসরায়েলের যে প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি, তাতে এই আঘাত অকল্পনীয়। কারণ, ৮২০০ নামে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর যে গোয়েন্দা ইউনিট আছে, তাদের কাছে ফিলিস্তিনিদের একান্ত ব্যক্তিগত তথ্যও আছে। অথচ তারা জানতে পারেনি যে কয়েক শ বা হাজারখানেক যোদ্ধা এমন জটিল ও ব্যাপক হামলা চালাবে। তাদের কোনো ধারণাই ছিল না।

ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা ইসরায়েলি শহরে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ইসরায়েলি নারী, শিশু ও বয়স্কদের জিম্মি করছেন, এর একটা গভীর প্রভাব ইসরায়েলি জনগোষ্ঠীর ওপর পড়বে। আমরা দেখলাম, মেয়েরা ফিসফিস করে ফোনে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলকে খবর দিচ্ছেন যে তাঁরা একা হয়ে গেছেন। বাইরে গোলাগুলি হচ্ছে এবং সারা দিনেও সেনাবাহিনীর কোনো দেখা নেই। এই ঘটনা

এত সহজে ইসরায়েলিরা ভুলবে না।

ইসরায়েল সরকার এখন কী করবে, তা পরিষ্কার নয়।

প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ভূমধ্যসাগর থেকে জর্ডান নদী পর্যন্ত সবটুকু এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাঁর এই অঙ্গীকার নিশ্চিতভাবেই ধাক্কা খেয়েছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী প্রথমেই যা করতে চাইবে তা হলো, গাজাকে ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া। এতে হতাহতের সংখ্যা হাজার ছাড়াবে দ্রুতই। ইতিমধ্যে শনিবারের বিমান হামলায় ২৫০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

কিন্তু সামরিক প্রেক্ষাপট থেকে এ ধরনের বিমান হামলার কোনো গুরুত্ব নেই। কারণ, এতে হামাসকে থামানো সম্ভব হবে না। ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা এখন পর্যন্ত ১৫০ ইসরায়েলিকে জিম্মি করেছেন। ফিলিস্তিনিদের বোমা মেরে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা এসব জিম্মিকে আরও বিপদের দিকে ঠেলে দিতে পারে। ইসরায়েলি সশস্ত্র বাহিনী গাজা পুরোপুরি দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। তবে এ জন্য যে আত্মবিশ্বাস দরকার, সেটা তাদের নেই। তারপরও তারা যদি গাজা পুরোপুরি দখল করে নিতে চায়, তাহলে গাজার হাজার হাজার লোক নিহত অথবা বাস্তুচ্যুত হবেন। শত শত ইসরায়েলিও খুন হবেন।

মেরন বলেন, ইসরায়েল এমন এক পর্বে প্রবেশ করতে যাচ্ছে যেখানে তারা আর নিজেদের ভাগ্য নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। তাদের আত্মবিশ্বাস এখন তলানিতে। একই অবস্থা সেনাবাহিনীতেও। সেনাবাহিনী নিজেদের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে, ইসরায়েলিরা বিশ্বাস হারিয়েছে সেনাবাহিনীর ওপর। গাজা নিয়ে যেকোনো সিদ্ধান্তে এসবের ব্যাপক প্রভাব থাকবে।

গাজায় হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি, শরণার্থী সংকটের আশঙ্কা বড় পরিসরে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি করতে পারে। এই যুদ্ধে লেবাননের হিজবুল্লাহ, ফিলিস্তিনের একাধিক গোষ্ঠী, পশ্চিম উপত্যকা ও জেরুজালেমের বেসামরিক জনগোষ্ঠী, সিরিয়া ও জর্ডানের যুক্ততার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

নেতানিয়াহু তাঁর ডানপন্থী অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মটরিচের পরামর্শ অনুযায়ী গাজা পুরোপুরি দখলের উদ্যোগ নিতে পারেন। অথবা তিনি আপসের চেষ্টা করতে পারে। ১৯৭৩ সালে যুদ্ধের পর ইসরায়েলিরা যুদ্ধ ও প্রাণহানির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

মেরন মনে করেন, নেতানিয়াহু এখন যাই করুন না কেন, তাঁর সরকারের প্রতি চূড়ান্ত আঘাত এসেছে। এই হামলা তাঁর সরকারকে দুর্বল করবে। ফিলিস্তিনিদের দেয়াল দিয়ে আটকে রেখে চাবি ছুড়ে ফেলা এবং একই সঙ্গে দুবাইয়ের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা নেতানিয়াহু করেছেন, তা কতটা অসার ছিল, সেটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। যা ঘটেছে, সেটার দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হবে।

সীমান্ত পাহারা না দিয়ে ৩৩টি ব্যাটালিয়ন পশ্চিম তীরে অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের সুরক্ষা দিচ্ছে। নেতানিয়াহু সরকারে চরমপন্থী এবং উগ্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদীরা রয়েছেন, যাঁরা যেকোনো মূল্যে পশ্চিম উপকূলে ইহুদিদের বসতি স্থাপন করতে চান। কিন্তু অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের প্রতি তাদের এই অতি মনোযোগই পতনের কারণ হয়ে উঠতে পারে। অচিরেই আমরা এমন কথা শুনব যে কেন আমরা নিজেদের বিপন্ন করে এই অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের সুরক্ষা দিচ্ছি?

র‍্যাপোপোর্ট বলেন, ইসরায়েল এমন এক পর্বে প্রবেশ করতে যাচ্ছে যেখানে তারা আর নিজেদের ভাগ্য নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। তাদের আত্মবিশ্বাস এখন তলানিতে। একই অবস্থা সেনাবাহিনীতেও। সেনাবাহিনী নিজেদের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে, ইসরায়েলিরা বিশ্বাস হারিয়েছে সেনাবাহিনীর ওপর। গাজা নিয়ে যেকোনো সিদ্ধান্তে এসবের ব্যাপক প্রভাব থাকবে।

সাময়িকী

জাতীয় মিলমিশ কি জনতুষ্টিবাদকে পরাস্ত করতে পারে

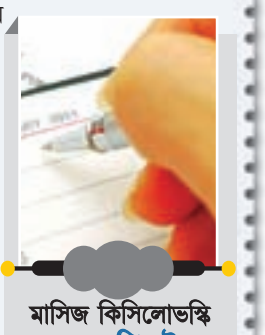

মাসিজ কিসিলোভস্কি
কলামিস্ট

স্লোভাকিয়ার নির্বাচনে রুশপন্থী জনতুষ্টিবাদী নেতা রবার্ট ফিকোর জয় দেখে মনে হচ্ছে, ভ্লাদিমির পুতিনের সাম্রাজ্যবাদ মোকাবিলায় গড়ে ওঠা পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন জোটে আরেকটি ফাটল ধরতে পারে। অন্যদিকে ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় পোলিশ নির্বাচনের আগে ইতিমধ্যে ইউক্রেন ও পোল্যান্ডের সম্পর্কে ফাটল দেখা দিয়েছে। পুতিনের নির্ভরযোগ্য মিত্র ভিক্তর ওরবানের শাসনাধীন হাঙ্গেরির সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে বিরোধে জড়াতে হতে পারে। অচিরেই বাইডেনকে নিজ দেশে রাশিয়াপন্থী রিপাবলিকান শিবিরের সঙ্গে লড়তে হবে। আর বিদেশের মাটিতে ইউক্রেনের প্রতিবেশী চারটি ক্রেমলিনপন্থী ন্যাটো দেশের মধ্যে তিনটির সঙ্গেই বাইডেনকে দ্বন্দ্বে নামতে হতে পারে। এখন জাতীয় মিলমিশ বা পুনর্মিলন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মিত্রদেশগুলোতে ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র সংশোধনে সহায়তা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের উচিত হবে। একই সঙ্গে ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্রে বিভিন্ন দলের ক্ষমতার ভাগাভাগি ও ভারসাম্য সৃষ্টিতেও সহায়তা করা উচিত হবে। অধিকাংশ জনতুষ্টিবাদী শাসনব্যবস্থা তাদের দেশের সমাজের গভীর রাজনৈতিক মেরুকরণকে প্রতিফলিত করে। তুরস্কে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল ভারতে হিন্দু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হাঙ্গেরিতে জাতিগত জাতীয়তাবাদী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং স্লোভাকিয়ায় পশ্চিমাপন্থী ও প্যানস্লাভিকদের মধ্যে গভীর বিভেদ রয়েছে। সম্পর্কের এই ফাটলের কারণে ভোটাররা মনে করতে থাকে, তাদের স্বার্থ রক্ষার একমাত্র উপায় হলো অগণতান্ত্রিক উপায়ে নিজেদের ইচ্ছা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। হাঙ্গেরি ক্রমাগত ইউক্রেনের প্রতি শত্রুসুলভ আচরণ করে গেলেও স্লোভাকিয়া এখন পর্যন্ত তার পূর্ব দিকের প্রতিবেশী ইউক্রেনকে সোভিয়েত আমলের যুদ্ধবিমান ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দিয়ে সহায়তা করে যাচ্ছে। তবে স্লোভাকিয়ায় রবার্ট ফিকোর দল ক্ষমতায় আসায় এখন তার সরকার ইউক্রেনবিরোধী পথে হাঁটতে পারে। পোল্যান্ড শুরুতে ইউক্রেনকে সমর্থন দিলেও পরে যেমন ইউক্রেনের শস্য আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, অস্ত্র সরবরাহও বন্ধ করেছে। স্লোভাকিয়াও সেই ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে। পোল্যান্ডের মতো স্লোভাকিয়াও ইউক্রেন প্রশ্নে উল্টো অবস্থানে গেলে তা দুঃখজনক হবে, কিন্তু তা মোটেও হতবাক করার মতো ঘটনা হবে না।

লক্ষণীয় বিষয় হলো পোল্যান্ডের ক্ষমতাসীন ল অ্যান্ড জাস্টিস পার্টির (পিআইএস) মতো কর্তৃত্ববাদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলো তাদের তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতাকেও পদদলিত করতে পিছপা হয় না। ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের ন্যাটোর সদস্য হওয়া প্রশ্নে তুরস্ক ও হাঙ্গেরির ভেটো দেওয়া তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পোল্যান্ড ইউক্রেনের লাখ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে। তাদের সোভিয়েত আমলের অস্ত্রসরঞ্জাম দিয়ে তারা ইউক্রেনের পাশে দাঁড়িয়েছিল। পোল্যান্ডের বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের সুবিধা এখনো ইউক্রেনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সম্প্রতি পোল্যান্ড বলেছে, তারা ইউক্রেনকে আর অস্ত্রসহায়তা দিতে পারবে না। এটি ইউক্রেনের জন্য বড় দুঃসংবাদ। ইউক্রেনের সমর্থক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও এটি উদ্বেগের বিষয়।

অধিকাংশ জনতুষ্টিবাদী শাসনব্যবস্থা তাদের দেশের সমাজের গভীর রাজনৈতিক মেরুকরণকে প্রতিফলিত করে। তুরস্কে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল ভারতে হিন্দু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হাঙ্গেরিতে জাতিগত জাতীয়তাবাদী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং স্লোভাকিয়ায় পশ্চিমাপন্থী ও প্যানস্লাভিকদের মধ্যে গভীর বিভেদ রয়েছে। সম্পর্কের এই ফাটলের কারণে ভোটাররা মনে করতে থাকে, তাদের স্বার্থ রক্ষার একমাত্র উপায় হলো অগণতান্ত্রিক উপায়ে নিজেদের ইচ্ছা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। পোল্যান্ডে এই বিভেদরেখা অতি স্পষ্ট। সেখানে জনতুষ্টিবাদী সরকারের আট বছরে ভোটাররা গভীরভাবে বিভক্ত হয়েছেন। ডানপন্থী ও প্রগতিশীল দলগুলো ভোটারদের প্রায় সমানভাবে বিভক্ত করেছে।

জানা অজানা

টাটা স্টিল ফাউন্ডেশন ওল চিকি স্টাডি সেন্টার পরিদর্শন করেছে

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ রবিবার, টাটা স্টিল ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সহকারী রামচন্দ্র টুডুর নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি দল টাটা স্টিল ফাউন্ডেশনের পক্ষে চান্ডিল মহকুমা এলাকায় চলমান গাঙ্গুডিহ, ঘোডানাগি, ধাতকিডিহ এবং অন্যান্য আটটি ওলচিকি অধ্যয়ন কেন্দ্র পরিদর্শন করতে পৌঁছেছে। মাঝি পরগনা মহলের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে ওলচিকি স্টাডি সেন্টার। এই ওলচিকি অধ্যয়ন কেন্দ্রগুলিতে, উপজাতীয় সাঁওতাল শিশু সহ সকল বয়সের মানুষ তাদের মাতৃভাষা অলচিকিতে পড়াশোনা করেন। ওলচিকি লিপি অধ্যয়নের পাশাপাশি তাদের সংস্কৃতি ও রীতিনীতিও শেখানো হয়। রামচন্দ্র টুডু জানান, সব ওলচিকি কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে। স্টাডি সেন্টারে এ পর্যন্ত শিশুদের দেওয়া শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন যে টাটা স্টিল ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন জায়গায় ওলচিকি অধ্যয়ন কেন্দ্র পরিচালনা করে আদিবাসীদের তাদের ওলচিকি সম্পর্কে শিক্ষিত করা এবং তাদের সংরক্ষণের লক্ষ্যে তাদের সংস্কৃতি ও রীতিনীতি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা। তিনি বলেছিলেন যে ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে বসবাসকারী সমস্ত আদিবাসীদের ওলচিকি লিপিতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, টাটা স্টিল ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ওলচিকি মিশন ২০২৫এর অধীনে সর্বত্র কেন্দ্রগুলি চালানো হচ্ছে। তিনি জানান, আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি ও রীতিনীতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে টাটা স্টিল ফাউন্ডেশন পরিচালিত হচ্ছে ওলচিকি স্টাডি সেন্টার। এসময় উপস্থিত ছিলেন ওল চিকির শিক্ষক অনামা টুকদে, আঙ্গিকা বিরুভা, লেদেম মার্ডি, শ্যামল মার্ডি, নেপাল বেসরা, অর্জুন টুডু, বিভূতি মার্ডি প্রমুখ।

পাঠকের চিঠি

প্রশ্নের মুখে ইজরায়েলি সুরক্ষাব্যবস্থা

ইজরায়েল হামাস সংঘর্ষে পরিপ্রেক্ষিতে ইজরায়েলি সুরক্ষাব্যবস্থা এবং গুপ্তচরবিভাগ প্রশ্নের মুখে পড়েছে! বিশেষজ্ঞদের মতে মধ্য প্রাচ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী সুরক্ষাব্যবস্থা এবং গুপ্তচর বিভাগ পরিচালনা করার কৃতিত্ব ইজরায়েলের! স্বভাবত শতাধিক সাধারন মানুষের প্রান হানী এবং অগুনতি মানুষ পনবন্দি হয়ে যাওয়ার পরে গোটা বিশ্বে সংশয় সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষ করে যে সময়ে ইজরায়েলের অভ্যন্তরে বিচারবিভাগের ক্ষমতা খর্ব করা নিয়ে সরকার কে প্রবল বিরোধীতা সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ফলতঃ হামাসের কৌশলগত আক্রমন গোটা বিশ্বে ইজরায়েলরবজ্রকঠিন প্রতিচ্ছবিকে ধাক্কা দিয়েছে। একথা অস্বীকার করা যাবেনা যে ২০০৫ সাল থেকে ২০২৩, গাজা ভুখন্ডে তৃনমুলস্তরে হামাস নিজেদের গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে। বিদ্রোহী গোষ্ঠী থেকে নিজেদের কে প্রায় রাস্ট্র স্তরে উন্নিত করে ফেলেছে। আক্রমনের প্রকৃতি দেখে এটা পরিস্কার যে এর প্রস্তুতি দীর্ঘদিনের ছিলো যার কোনো পরিস্কার চিত্র ইজরায়েল অথবা আমেরিকার গুপ্তচর বিভাগের কাে ছিলোনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্যা সাম্প্রতিক সময়ে গাজা ভুখন্ডে যতবার ইজরায়েল আক্রমন চালিয়েছে তার অধিকাংশ আকাশপথে, স্হল পথে সরাসরি সংঘর্ষ এড়িয়ে গেছে। বিগত চারজন প্রধানমন্ত্রীর কার্যকালে ইজরায়েলের নীতি ছিলো হামাসের সাথে সরাসরি সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়া এবং গাজা ভুখন্ডের সরাসরি অধিগ্রহন এড়িয়ে চলা যার অন্যতম কারন লক্ষাধীক গাজা নিবাসিদের আর্থসামাজিক দায়িত্ব নেওয়ার অনীহা। এই নীতির দুর্বলতা কে কাজে লাগিয়ে গাজা ভুখন্ডে হামাস নিজের প্রভাব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে! যুদ্ধপরিস্থিতির এইসময়ে লেবানন স্থিত হিজবুল্লাহ গোষ্ঠী এখনো নিজেদের অবস্থান পরিস্কার করেনি,। ইজরায়েল বিরোধী এই যুদ্ধে তাদের সরাসরি অংশগ্রহণ মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি আরো ঘোরালো করে দেবে এমতাবস্থায় ইজরায়েলকে নিজেদের সুরক্ষা ব্যবস্থার আমুল রদবদল করতে হবেই যাতে করে ভবিষ্যতে এই জাতীয় সংঘর্ষের পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায়!

অর্ক গোস্বামী
২৯, বীর রামমোহন ব্যনার্জী রোড
ইসমাইল, আসানসোল

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

আগন্তুক দুই বছর রাজ্যে নিম্ন প্রাথমিক প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক টেট অনুষ্ঠিত হবে না, সিটেট উত্তীর্ণ হলে আবেদন করা যাবে বলে মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগুর

শিক্ষাবিভাগের বিভিন্ন সঞ্চালকলায়ের অধীনে ৩১৮ জন প্রার্থীকে নিযুক্তিপত্র বিতরণ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ টেট উত্তীর্ণ মানেই চাকরি নয় বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। তিনি জানান আগন্তুক দুই বছর রাজ্যে নিম্ন প্রাথমিক প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক টেট অনুষ্ঠিত হবে না। তবে সিটেট উত্তীর্ণ হওয়া প্রার্থীরা চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন। কিন্তু রাজ্য সরকার টেট পরীক্ষার পরিবর্তে টেট কাম রিক্রুটমেন্ট এক্সাম অনুষ্ঠিত করবে। শিক্ষাবিভাগের বিভিন্ন সঞ্চালকলায়ের অধীনে ৩১৮ জন প্রার্থীকে নিযুক্তিপত্র বিতরণ করে এই তথ্য উল্লেখ করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এক লক্ষ নিযুক্তির প্রতিশ্রুতি পূরণের এক সকল পদক্ষেপ হিসাবে শনিবার গুয়াহাটি মহানগরের মাছখোয়া প্রাকজ্যোতি সংস্কৃতিক প্রকল্পে আযোজিত এক অনুষ্ঠানে অসম সরকারের শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন সঞ্চালকলায়ের অধীনে ৩১৮ জন প্রার্থীকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্তিপত্র বিতরণ করেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। মূলত উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকলায়ের অধীনে ২৭ জন সহকারী অধ্যাপক, প্রাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকলায়ের অধীনে ২৪১ জন বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষক এবং এসসিইআরটির অধীনে ৫০ জন প্রবক্তাকে নিযুক্তি পত্র প্রদান করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথী হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু বলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে বর্তমান সরকার তিন বছর সম্পূর্ণ হওয়ার প্রাক মুহূর্তে এক লক্ষ নিযুক্তির প্রতিশ্রুতির পূরণের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বর্তমান অসম সরকারের কার্যকালের অধীনে এই দিনের নিযোগ প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করলে শিক্ষা বিভাগ একাই সর্বমোট ৩০৮৫৩ জন প্রার্থীকে নিযুক্তি প্রদান করেছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এই বিভাগ আরো ১৩০০০ নতুন পদের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন এক্ষেত্রে উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিকে নিযুক্তি প্রক্রিয়া সংক্রান্তে আগের কিছুটা নিয়ম পরিবর্তন করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী খালি পথ পুরনো ক্ষেত্রে টেট কাম রিক্রুটমেন্ট এক্সাম অনুষ্ঠিত করা হবে। তাছাড়া নিম্ন প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিযুক্তির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উচ্চতর মাধ্যমিকের নম্বরের ভিত্তিতে ৫ শতাংশ, ডিএলএড থেকে ৫ শতাংশ, টেট পরীক্ষা থেকে ৮০ শতাংশ এবং স্নাতক পরীক্ষা থেকে ৮০ শতাংশ নম্বর দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু বলেন শিক্ষাই শুধু অ্যাপ শুধুমাত্র শিক্ষকের উপস্থিতি নেওয়ার মাধ্যম নয়। এই অ্যাপের দ্বারা শিক্ষা বিভাগ প্রতিজন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকার ডেটা সংগ্রহ করে সেটা মজুদ করে রেখেছে। এর মাধ্যমে প্রতিদিন সারা রাজ্যের শিক্ষা পরিবেশের এক প্রতিচ্ছবি বিভাগ পেতে সক্ষম হচ্ছে। তাছাড়া শিক্ষা সেতু অ্যাপের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছুটির আবেদন করতে পাড়ার পাশাপাশি তাদের অন্যান্য সুযোগসুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষাবিভাগ ইতিমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ফলে এই অ্যাপের ক্ষেত্রে প্রত্যেককে সাহায্য এবং সহযোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। তবে এর সঙ্গে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকা শিক্ষকদের সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা ডঃ ননীগোপাল মহন্ত, অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব পুলক পাটগিরি, সেবার সচিব নরনারায়ন নাথ, প্রাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকলায়ের সঞ্চালিকা সুরঞ্জনা সেনাপতি, এসসিইআরটির সঞ্চালিকা ডঃ নীরদা দেবী প্রমুখ ছাড়াও শিক্ষা বিভাগের পদাধিকারী কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

সরকারের অমৃত কলস যাত্রা নিয়ে কংগ্রেসে অন্তর কলহ

কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করা চারজনে বিধায়ককে ক্লিনচিট সভাপতি ভূপেন বরার, এই বিষয় নিয়ে অযথা প্রচার মাধ্যমে মন্তব্য না করার জন্যে দলীয় নেতাদের নির্দেশ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ কেন্দ্র তথা রাজ্যের বিজেপি সরকারের অমৃত কলস যাত্রা নিয়ে অসম প্রদেশ কংগ্রেসে বর্তমান শুরু হয়েছে অন্তর কলহ। সরকারের মাধ্যমে আযোজিত অমৃত কলস যাত্রায় কংগ্রেসের চারজন বিধায়ক যোগদান করেছিলেন। তবে এদের মধ্যে তিতাবরের বিধায়ক ভাস্কর জ্যোতি বড়ুয়া এবং উত্তর অভয়াপুরির বিধায়ক আব্দুল বাতিন খণ্ডকারকে ইতিমধ্যে দলের তরফে শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সরকারের অমৃত কলস যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন ছয়গাঁও এর বিধায়ক রেকিবুদ্দিন আহমেদ এবং গোলকগঞ্জের বিধায়ক আব্দুস আলী। তবে এক্ষেত্রে দুজন বিধায়ককে শোকজ করা হলেও এবার চারজন বিধায়ককেই ক্লিনচিট দিয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। সেসঙ্গে এই বিষয় নিয়ে অযথা প্রচার মাধ্যমে মন্তব্য না করার জন্য দলীয় নেতাদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত গত ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশ জুড়ে অমৃত কলস যাত্রা শুরু করেছে। এরই অংশ হিসেবে রাজ্য সরকারের তরফে অমৃত কলস যাত্রা সংক্রান্তে নানা কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সমস্যা তখনই সৃষ্টি হয় যখন কংগ্রেসের চারজন বিধায়ক সরকারের এই কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। মূলত কংগ্রেসের চারজন বিধায়ক ক্রমে ভাস্কর জ্যোতি বড়ুয়া, আব্দুল বাতিন খণ্ডকার, রেকিবুদ্দিন আহমেদ এবং আব্দুস আলী সরকারি কার্যসূচিতে যোগদান করেছিলেন। তবে এই ঘটনার জেরে বিধায়ক ভাস্কর জ্যোতি বড়ুয়া এবং আব্দুল বাতিন খণ্ডকারকে শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সরকারি কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করা চারজন বিধায়ককে অবশেষে ক্লিনচিট দিলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা।

সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন এক্ষেত্রে একটি কমিউনিকেশন গ্যাপ সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি এই কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য বিধায়কদের আগের থেকে বাধা দেওয়া হয়নি। সেটা স্বীকার করে নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেন সরকারি কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করার সময় রাজনৈতিক দিকটি খতিয়ে দেখার জন্য বিধায়কদের বলা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বাধা দেওয়ার পর অন্য কোনো বিধায়ক সরকারের অমৃত কলস যাত্রায় অংশগ্রহণ করেননি। যদি বিধায়কদের বাধা দেওয়ার পর তারা সেটা করতেন তাহলেই এটা দলীয় অনুশাসন ভঙ্গের আওতায় আসতো বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। অন্যদিকে এই বিষয় নিয়ে অযথা প্রচার মাধ্যমে মন্তব্য না করার জন্য দলীয় নেতাকর্মীদের স্পষ্ট নির্দেশ জারি করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা।

এদিকে এই বিষয় নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী এক হলুস্থল পরিবেশে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ইতিমধ্যে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির তত্ত্বাবধায়ক তথা সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক জিতেন্দ্র সিংহকে ফোন করে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। মূলত কংগ্রেসের একাংশ নেতা দল বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত হচ্ছেন বলেও অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি। তবে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এক্ষেত্রে আগামী ৯ অক্টোবর এক বৈঠক আহবান করার পর এই বিষয়টির ক্ষেত্রে কিছুটা ক্ষান্ত হয়েছেন তিনি। দলের কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী বলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান নেতা হচ্ছেন সভাপতি। যেহেতু ভূপেন বরা আগামী ৯ অক্টোবর বৈঠক আহ্বান করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন ফলে এক্ষেত্রে অন্য কিছু বলার নেই বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

সেতুর মধ্যে ধস, তৃণমূল ও বিজেপি একে অপরের বিরুদ্ধে দড়ি কষাকষি

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ কয়েকদিন ধরে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি তুন্তুড়ী ও রাঙামাটি গ্রামের মধ্যবর্তী সেতুর মধ্যে ধস নামে। আর এই নিয়ে রবিবার বিজেপি ও তৃণমূল একে অপরের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আনেন। উল্লেখ্য পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডি থানার অন্তর্গত রাঙ্গামাটি থেকে তুন্তুড়ী পর্যন্ত পাকা রাস্তা সহ সেতুর কাজের শুভারম্ভ হয় ২০২১ সালের ডিসেম্বরের দিকে। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ থেকে এক কোটির বেশি অর্থ দিয়ে বরাদ্দ এই রাস্তার কাজের শুভারম্ভ করেন রাজ্যের মন্ত্রী সন্ধ্যা রানী টুডু, বাঘমুন্ডির বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো প্রমুখ। দুটি ক্ষেপে এই রাস্তা ও সেতুর কাজ হবে বলে জানা যায়। এদিকে প্রায় দুই বছর পর কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টিপাতের ফলে বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি তুন্তুড়ী রাঙ্গামাটির মধ্যবর্তী ভাসা সেতুর মধ্যে যে মোগরা থাকে তারমধ্যে বিভিন্ন গাছের ডাল পালা আটকে গেলে সেতুর ধারে নদীর গতিপথ বৃদ্ধি হয়ে রাস্তার মাটি গাছপালা সহ সবকিছু নদীর স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যার ফলে এলাকার মানুষজনের পারাপারের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই সাইকেল ও মোটরসাইকেল আরোহীরা যাতায়াত করছে। এই নিয়ে রবিবার বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের মধ্যে মন্ডলের সহসভাপতি উপেন গোপের অভিযোগ রাস্তা ও সেতুটি প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অন্তর্গত নির্মীয়মান। শাসকদল তথা তৃণমূল কংগ্রেস স্টিকার লাগিয়ে নিজেদের নাম করে চালাচ্ছে। ওপর দিকে নিম্নমানের কাজ এবং কাট মানি নেওয়ার ফলেই সেতুর এই দুরাবস্থা বলে তৃণমূল নেতৃত্বদের তীব্র কটাক্ষ করেন। পাল্টা বিজেপির বিরুদ্ধে ময়দানে নামেন তৃণমূলের বাঘমুন্ডি ব্লক ছাত্র পরিষদের সভাপতি নীতিশ পরামানিক। তিনি বলেন বিজেপি নাটক করছেন রাস্তা এবং সেতু পুরোপুরি পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ অর্থাৎ রাজ্যের কোষাগার থেকে তৈরি। তাছাড়াও কয়েকদিনের প্রচুর বৃষ্টিপাতের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেইভাবে সেতুর মধ্যেও কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। তবে কাজ এখনো চলছে পুরোপুরি সম্পূর্ণ হয়নি। বিজেপি কাজ তো করবে না আবার কাউকে করতেও দেই না বলে পাল্টা অভিযোগ করেন। উপর দিকে তুন্তুড়ী সুইসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা অমর গোস্বামী ভাঙা সেতুটির পরিদর্শন করে বলেন এলাকার মধ্যে যেখানে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উঠবে আমি সেখানেই উপস্থিত হব। তাড়াতাড়ি নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হোক এটাই চাইছি। সব মিলিয়ে পথ চলতি মানুষদের বক্তব্য যে কোন ফান্ড থেকেই কাজ হোক না কেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাস্তা এবং সেতুর কাজ সম্পূর্ণ হলেই আমাদের দীর্ঘদিনের দুঃখ ঘুচবে।

কংগ্রেসের সভাপতিকে চিঠি লিখে জিজ্ঞেস করা হবে সরকারি কার্যসূচিতে দলীয় বিধায়কদের আমন্ত্রণ জানানো হবে কিনা বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

কংগ্রেসে যদি বিজেপির এজেন্ট রয়েছে তাহলে রাজীব ভবন বন্ধ করে দেওয়া উচিত

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ সরকারের অমৃত কলস যাত্রা ঘিরে কংগ্রেসে অন্তর কলহ সৃষ্টি হওয়া সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন কংগ্রেসের সভাপতিকে চিঠি লিখে জিজ্ঞেস করা হবে সরকারি কার্যসূচিতে কংগ্রেসের বিধায়করা আমন্ত্রণ জানানো হবে কিনা। এক্ষেত্রে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকাকে চিঠি পাঠাতে বলবেন বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন কংগ্রেসে যদি বিজেপির এজেন্ট রয়েছে তাহলে রাজীব ভবন বন্ধ করে দেওয়া উচিত। বর্তমান বিজেপিতে জায়গা নেই বলে কংগ্রেসের নেতাদের আনা হচ্ছে না। যেদিন রাজ্যের বিধানসভা কেন্দ্র ১২৬ থেকে ২০০ পর্যন্ত বাড়বে সেই সময় কংগ্রেসের কিছু নেতাকে বিজেপিতে নিয়ে আসবেন বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তিনি। কেন্দ্র তথা রাজ্যের বিজেপি সরকারের অমৃত কলস যাত্রা নিয়ে অসম প্রদেশ কংগ্রেসে বর্তমান অন্তর কলহ চলছে। সরকারের মাধ্যমে আযোজিত অমৃত কলস যাত্রায় কংগ্রেসের চারজন বিধায়ক যোগদান করার খবর প্রচার হওয়ার পর দুজনকে শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছিলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা। তবে এবার দলের চারজন বিধায়ককেই ক্লিনচিট দিয়েছেন তিনি। এই সম্পূর্ণ বিষয়ে অবশেষে মুখ খুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন অমৃত কলস যাত্রায় অংশগ্রহণ করা কংগ্রেসের বিভিন্ন বিধায়কের নাম প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে তালিকা প্রকাশ করে তিনি জানান কংগ্রেসের নেতা বিধায়করা তামুলপুর, বাজালি, বিশ্বনাথ ইত্যাদি জেলা অংশগ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে বঙাইগাঁওতে বিধায়ক আব্দুল বাতিন খণ্ডকার, কাছাড়ে বিধায়ক খলিল উদ্দিন মজুমদার, করিমগঞ্জে কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ দে পুরকায়স্থ, বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদ, দরং জেলায় বিধায়ক বসন্ত দাস, ধুবড়িতে বিধায়ক আব্দুস আলী সরকার, গৌরীপুরের বিধায়ক মিজানুর রহমান, যোরহাটে ভাস্করজ্যোতি বড়ুয়া, কামরূপে রেকিবুদ্দিন আহমেদ, বিধায়কা নন্দিতা দাস অংশগ্রহণ করেছেন। তবে শুধুমাত্র কংগ্রেস নয় এআইইউডিএফ এর ধিং এর বিধায়ক আমিনুল ইসলাম নগাঁওতে, বিধায়ক শশীকান্ত দাস, বিধায়ক আমিনুল ইসলাম কনিষ্ঠ দক্ষিণ শালমারায়, একই দলের বিধায়ক মুজিবুর রহমানও অমৃত কলস যাত্রায় যোগদান করেন। তালিকা অনুযায়ী কংগ্রেসের বহু বিধায়ক এই কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন বলে উল্লেখ করেন তিনি। গুয়াহাটি মহানগরের বৈশিষ্ট স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে শনিবার উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ৪০ জন দলীয় কার্যকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তিনি। এরপর জ্যেষ্ঠ দলীয় কার্যকর্তাদের সঙ্গে চা পান করেছেন। সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি বলেন অমৃত কলস কার্যসূচির বিরোধিতা কংগ্রেস জেনেশুনে করেছে না নাকি না জেনে করেছে সেক্ষেত্রে তার সন্দেহ রয়েছে। এই অমৃত কলসের মাটি অসমের শহীদ কনকলতা বড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা হবে। কংগ্রেস অমৃত কলস এর বিরোধিতা করে শহীদ কনকলতা বড়ুয়ার অপমান করেছে কিনা সেক্ষেত্রে দলটি চিন্তাভাবনা করা উচিত। তাছাড়া অমৃত কলসের মাটি দিয়ে দিল্লিতে সেনা জওয়ানদের ওয়ার মেমোরিয়াল অমৃত উদ্যান নির্মিত হবে। সেই ওয়ার মেমোরিয়াল এ অসমের সহিত জিন্টু গগৈর নামক সম্মিলিষ্ট হয়ে রয়েছে। এই ধরনের এক দেশপ্রেম মূলক ব্যবস্থা যেখানে কনকলতা বড়ুয়ার সম্মান হবে এবং ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যেই সেনা জওয়ানরা জীবন দান করলেন, যেখানে জিন্টু গগৈর নামও সন্দিষ্ট হয়ে রয়েছে সেই ধরনের অমৃত উদ্যান নির্মাণের জন্য মাটি প্রেরণ করা হবে। এই বিষয়ে আপত্তি করার কি রয়েছে এটা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। এক্ষেত্রে তিনি দুঃখ পেয়েছেন কারণ এই ধরনের বিষয়ে বিরোধিতা করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন অমৃত কলস কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য রাজ্যের প্রতি জন বিধায়কের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তবে এক্ষেত্রে

বিজেপির রাজনীতি করার সুযোগ ছিল। বিরোধী পক্ষের বিধায়কদের আমন্ত্রণ না জানিয়ে বিজেপি চাইলে রাজনীতি করতে পারত। কংগ্রেস অহরহ অভিযোগ করে সরকারি কার্যসূচি থেকে দলটিকে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। কিন্তু এবার দেখা গেল যে তাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে কোন লাভ হয় না। এমনকি সরকারের আমন্ত্রণ রক্ষা করে যে বিধায়করা আসেন তাদের পরবর্তীকালে বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে এবার থেকে কংগ্রেসের বিধায়করা যাতে সরকারি কার্যসূচিতে তাদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে বলে জেলাশাসকদের উপর চাপ সৃষ্টি না করেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন সরকারের তরফে প্রত্যেক বিধায়ককে আমন্ত্রণ জানানোর পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের ৮৯ জন বিধায়ক অমৃত কলস যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন। এটা ভালো কথা যে দেশের জন্য তারা এই কার্যসূচিতে যোগদান করেন। ফলে এক্ষেত্রে বিতর্ক সৃষ্টি করার প্রযোজন কি বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন কংগ্রেসের বহু বিধায়ক যেহেতু অমৃত কলস কার্যসিতে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাদেরকে যদি বিজেপির এজেঃট বলা হয় তাহলে রাজিব ভবন বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এরা যদি প্রত্যেকে বিজেপির এজেঃট তাহলে রাজি ভবনে তালা মেরে দেওয়া উচিত। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে রাজীব ভবনটি বাজপেয়ি ভবনের এক্সটেন্ডেড হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এর জন্য মন্ত্রী পীযুষ হাজিকাকে তিনি কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরাকে চিঠি লিখতে বলেছেন এটা জানতে যে ভবিষ্যতে সরকারি ছুটিতে কংগ্রেস বিধায়কদের আমন্ত্রণ জানানো হবে কিনা। এবার ভূপেন বরা যদি বলেন আমন্ত্রণ জানাতে তাহলে আমন্ত্রণ জানানো হবে অন্যথায় জানানো হবে না। তাছাড়া গুয়াহাটি মহানগরে সৃষ্টি হওয়া কৃত্রিম বন্যা সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তিনি বলেন বেদখলকারী ব্যক্তিদের উচ্ছেদ করলে একদিকে প্রচার মাধ্যম সরকারের বিপক্ষে স্থিতি নিয়ে থাকে। অন্যদিকে কৃত্রিম বন্যা হলেও সরকারকে দোষারোপ করা হয়। ফলে প্রচার মাধ্যমকে এক্ষেত্রে নিজের স্থিতি পরিস্কার করতে হবে তাহলেই মহানগরের কৃত্রিম বন্যার সমস্যার সমাধান হবে বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

ভারতের শক্তিমত্তা গোটা স্কোয়াড, কিন্তু দলটা 'ভয় পায়' কেন?

চেন্নাই ঃ এমন কোনও বিশ্লেষক চোখে পড়েনি যারা অন্তত সেমিফাইনালের চার দল নেয়ার সময় ভারতের নাম বাদ দিয়েছে। একে তো ঘরের মাটিতে বিশ্বকাপ, তার ওপর শেষ তিনটি বিশ্বকাপই স্বাগতিক দল জিতেছে। শেষ পাঁচ ওয়ানডে বিশ্বকাপের চারটিই জিতেছে আইসিসির ওয়ানডে র‍্যাংকিংএ এক নম্বরে থাকা ক্রিকেট দল। এই বিশ্বকাপের স্বাগতিক দলও ভারত, বিশ্বকাপ শুরুর সময় ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ের এক নম্বরে থাকা দলও ভারত।

সাদা বলের ক্রিকেটে বিশ্বের সেরা দুই ব্যাটার আছেন ভারতের ক্রিকেট দলে, রোহিত শর্মা ও ভিরাট কোহলি।

আছেন শুভমন গিল, যাকে মনে করা হয় বিশ্ব ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ।

এই বছর বিশ্বকাপ শুরুর আগ পর্যন্ত ভারতীয় ফাস্ট বোলারদের গড় ছিল সবচেয়ে ভালো।

তবে আইসিসি ইভেন্টে এর আগেও ভারত দাপুটে পারফরম্যান্স দেখিয়েছে, এর আগেও শক্তিশালী দল নিয়েই মাঠে নেমেছে।

সেখানে এবারে ভারতের ওপর একটা চাপ খুব স্পষ্টই থাকবে এবং ভারতের দল সেই চাপ কীভাবে সামলাবে সেটাই হবে দেখার বিষয়।

স্কাই স্পোর্টসে বিশ্বকাপ ক্রিকেট নিয়ে এক আলোচনায় ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক নাসের হুসেইন বলেন, ২০১১ সালে বিশ্বকাপ জয়ের পর ভারত একটা চাপের মধ্যে থেকেই বিশ্বকাপে খেলছে। গত বছর অ্যাডেলেইডে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আমরা দেখেছি ইংল্যান্ড কোনও উইকেট না হারিয়ে ভারতের মাঝারি মানের রান তাড়া করলো। এর আগে ২০১৯ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আমরা দেখেছি ভারতের টপ অর্ডারে ধ্বস নেমেছিল।

২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারত ১০ উইকেটে হেরে যায় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। ২০১৯ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতের শক্তিশালী টপ অর্ডারের অবস্থা দাঁড়ায় ৩ রানে ৩ উইকেট। শেষ পর্যন্ত ঐ অবস্থান থেকে আর ঘুরে দাঁড়ানো হয়নি ভারতের।

নিউজিল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার সাইমন ডুলও নাসেরের সাথে একমত। তিনি মনে করেন ভারত ঠিক ভয়ডরহীন ক্রিকেটটা খেলতে পারে না, বিশেষত নক আউট পর্বে।

ডুলের মতে, ভারতের সব আছে, এখন তারা সেগুলোর সমন্বয় কতোটা করে, সেটাই হবে দেখার বিষয়।

অনেক সময়ই ভারতের ক্রিকেটাররা পরিসংখ্যানের কথা ভাবেন, পত্রিকায় কী লেখা হবে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের নিয়ে কী লেখা হচ্ছে এসব ভাবনাকে ভয় পায় ভারতের দলটি, এমনটাই মনে করেন ডুল।

বিশ্লেষকদের মতে ভারত মানসিকভাবে পিছিয়ে থাকে প্রত্যাশার চাপ এবং অতি আলোচনার কারণে। তবে এই জায়গাটায় বড় নামগুলোর ভূমিকা রাখা দরকার বলে মনে করেন ইয়ন মরগান। তার মতে, রাহুল দ্রাবিড়ের মতো ব্যক্তিত্ব আছেন আপনার দলের সাথে, কোহলি আছেন। যাতে বাইরের আওয়াজ ড্রেসিংরুমের পরিবেশে প্রভাব না ফেলে সেটা নিশ্চিত করতে এই ধরনের ব্যক্তিত্বের ভূমিকা থাকতে হবে।

পঞ্চাশ ওভারের খেলা, পাঁচজন জেনুইন বোলার থাকার পরেও একজন অধিনায়কের এদিক সেদিক তাকাতে হয়, যেখানে ভারতের আস্থা হয়েছিলেন দীর্ঘদিন যুবরাজ সিং, ভিরেন্দর সেহওয়াগ, সুরেশ রাইনার মতো পার্ট টাইমাররা। ভারত বছরের পর বছর কপিল দেবের মতো একজন জেনুইন পেশ বোলিং অলরাউন্ডারের খোঁজে ছিল, কখনো ইরফান পাঠানে সেই ছায়া দেখেছে কেউ কেউ কিন্তু প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

হার্দিক পান্ডিয়া, এমন একজন অলরাউন্ডার যিনি টপ অর্ডার থেকে লোয়ার মিডল অর্ডার যেকোনো জায়গায় ব্যাট করতে পারেন ১৫০ যেকোনো সময় বোলিং করতে পারেন, তাও আবার ১৪০ ছুঁইছুঁই গতিতে। তাকেই ভারতের পরবর্তী অধিনায়ক ভাবা হচ্ছে।

ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ জয়ী সাবেক অধিনায়ক ইয়ন মরগান বলেন, হার্দিক পান্ডিয়া অন্যান্য বড় দলের সাথে ভারতের পার্থক্য গড়ে তোলে, যেমন অস্ট্রেলিয়ায় আছেন স্টোইনিস বা মিচেল মার্শ। এদের দায়িত্ব ঠিক করে দেয়া, ইংল্যান্ডে স্টোক্স এখন বল করেন না, হার্দিক পান্ডিয়া এদিক থেকে আলাদা, দুটো ভূমিকাতেই তিনি ম্যাচ উইনার হতে পারেন এবং সদ্য শেষ হওয়া এশিয়া কাপে সেটার প্রমাণ দিয়েছেন।

হার্দিক পান্ডিয়া ফাস্ট বোলিং সহায়ক পিচে বাড়তি শক্তি হিসেবে কাজ করেন, স্পিন সহায়ক উইকেটে তিনি 'হিট দ্য ডেক' বোলার হিসেবে বল করেন, জোরের ওপর স্ট্যাম্প লাইনে বল করে উইকেট থেকে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেন। হার্দিক পান্ডিয়ার বোলিংএ গত দুই বছরে উল্লেখ করার মতো উন্নতি এসেছে, তার ক্যারিয়ার গড় ৩৬ এর মতো, গত দুই বছরের গড় ২১।

রোহিত শর্মা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, হার্দিক পান্ডিয়া থাকার কারণে ভারত চাইলেই তিনজন স্পিনার ও তিনজন ফাস্ট বোলার নিয়ে খেলতে পারে, এটা একটা বিলাসিতা অনেক দলের জন্য।

পান্ডিয়া নেতৃত্ব দিয়ে গুজরাট টাইটান্সকে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ জিতিয়েছেন, নিয়মিত পারফর্ম করছেন। ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলের মূল ক্রিকেটারদের একজন এখন তিনি।

সবকিছু মিলিয়ে চলমান সময়টা হার্দিক পান্ডিয়ার কাছে স্বপ্নের মতো বলছেন তিনি।

ভারতের ব্যাটিং কতোটা শক্তিশালী?

ভারতের ব্যাটিং লাইন আপ নিয়ে সব বিশ্বকাপের আগেই বিস্তর আলোচনা হয়ে থাকে। কিন্তু কখনো মোহাম্মদ আমির (২০১৭), শাহিন শাহ আফ্রিদি (২০২১) , কখনো ম্যাট হেনরি (২০১৯) বা কখনো সাকিব আল হাসানের (২০২২) বলে টপ ভারতের টপ অর্ডার ব্যর্থ হয়েছে।

পরে হাল ধরতে হয়েছে মিডল অর্ডারকে।

এইতো এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচেও পাকিস্তানের বিপক্ষে ৫০ রানের মধ্যে চার উইকেট হারিয়েছিল ভারত। এরপরও ২৬৬ রান তুলেছে দলটি, আর এখানেই ভারতের বিশেষত্ব। ইশান কিশান, হার্দিক পান্ডিয়ার মতো ছয় ও সাত নম্বর অপশন থাকায় ভারত একাদশের কোনও একটা জায়গায় সুরিয়াকুমার ইয়াদাভ নামের জুয়া খেলতেই পারে। রোহিত শর্মা নিজের ব্যাটিং চরিত্রে খানিকটা বদল এনেছেন, এই বছর তিনি ১১০ এর মতো স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন, শুভমন গিল তো আছেনই। ভিরাট কোহলি এই বছর দারুণ ফর্মে আছেন।

দলে আছেন শ্রেয়াস আইয়ার যাকে মনে করা হয় ভারতের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো যোগ্য ব্যাটার।

ভারতীয় ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকার দিনেশ কার্তিক মনে করেন এই লাইন আপের একটাই দুর্বলতা যে অনেক বেশি ডান হাতি ব্যাটার। এটা প্রতিপক্ষকে পরিকল্পনা করতে সুবিধা করে দেবে।

স্পিন আক্রমণ

ভারতের কুলদীপ ইয়াদাভ সময়ের অন্যতম সেরা রিস্ট স্পিনার। এই বাহাতি স্পিনারের বলে সম্প্রতি কুপোকাত হয়েছে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। এশিয়া কাপে তার পারফরম্যান্স ভারতকে ফাইনালে উঠতে সাহায্য করেছে।

কুলদীপ প্রায় স্ট্যাম্প বরাবর বল করে দুই দিকে বল ঘোরাতে পারেন এবং সোজা থাকা বলটাই সবচেয়ে বেশি বিপদ ডেকে আনে ব্যাটারের জন্য। কুলদীপ ছাড়াও ভারতের স্কোয়াডে আছেন রাভিচান্দ্রান আশ্বিন। তিনি শেষ মুহূর্তে দলে ঢুকেছেন, আকশার প্যাটেলের চোট এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঠিক বিশ্বকাপ শুরুর আগের সিরিজে আশ্বিনের বোলিংটা এই সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলেছে।

শুধু বোলিং নয়, আশ্বিন একজন দারুণ ক্রিকেট চিন্তকও যেটা ভারতের দলে বোনাস।

এছাড়া আছেন রাভিন্দ্রা জাডেজা, এই অলরাউন্ডারও দশ ওভার কার্যকরী স্পিন বোলিং করতে পারেন ওয়ানডে ম্যাচে।

জসপ্রিত বুমরাহ, মোহাম্মদ সিরাজ, মোহাম্মদ শামিকে নিয়ে শক্তিশালী ফাস্ট বোলিং লাইন আপ, হার্দিক পান্ডিয়ার মতো অলরাউন্ডার, রাভিচান্দ্রান আশ্বিনের মতো স্পিনার এবং বিশ্ব ক্রিকেটের এক ঝাঁক ব্যাটার নিয়ে যদি ভারত শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয় সেটাই হবে অঘটন, আর এই চাপটাই ভারতের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ।

ভারতের ধরমশালার 'ভয়ন্য' এই আউটফিল্ডে যদি কেউ খেলতে না চায়?

ধরমশালা ঃ ধরমশালায় বাংলাদেশ বনাম আফগানিস্তানের মধ্যকার ম্যাচে ধারাভাষ্যকারদের কণ্ঠে বারবার উঠে এসেছে এই মাঠের আউটফিল্ডের দুরবস্থার কথা। শুরুতে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। প্রথম দিকে বাংলাদেশের ফাস্ট বোলাররা বোলিং মার্ক থেকে দৌড়ে আসতে ভুগছিলেন, বারবার বোলিং মার্কে ফেরার সময় অস্বস্তি প্রকাশ করেছেন তাসকিন আহমেদ ও শরিফুল ইসলাম। ম্যাচ শেষে আফগানিস্তানের কোচ সাবেক ইংল্যান্ড ক্রিকেটার জনাথন ট্রট বলেন, মুজিব উর রহমান যে বড় ধরনের কোনও চোটে পড়েননি এটা সৌভাগ্যের বিষয়। ধরমশালার আউটফিল্ড ছিল বালুর, যার ওপরে ঘাস দিয়ে ঢাকা, কোনও ফিল্ডার স্লাইড করলেই সেই বালু উপড়ে আসছিল যা টেলিভিশন স্ক্রিনে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সাকিব আল হাসানের একটা সুইপ শট থেকে বাউন্ডারি ঠেকাতে গিয়ে মুজিবের হাঁটু আটকে গিয়েছিল মাটিতে, মনে হচ্ছিল ইনজুরি বড় হতে পারতো, হয়নি। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতের তৃতীয় টেস্ট ধরমশালায় হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আউটফিল্ড বিবেচনা করে অল্প দিনের নোটিশে সেই টেস্ট সরিয়ে নেয়া হয় ইনদোরে, কিন্তু সেখানেই হচ্ছে বিশ্বকাপের মতো মেগা ইভেন্টের ম্যাচ। আফগানিস্তানের কোচ ট্রট বলেছেন, আমি এই মাঠের কন্ডিশনকে হারের কারণ মনে করি না। কিন্তু হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এই স্টেডিয়াম খেলার জন্য ফিট কি না সেটা দেখা প্রয়োজন ছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের। ক্রিকেটাররা এখানে ডাইভ দিতে পারবে কি না সেটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। পৃথিবীব্যাপী ফিল্ডিংয়ের মান বাড়ার কারণ ভালো আউটফিল্ড। এখন যদি একজন ফিল্ডার ঝাপিয়ে পড়ার আগে ভাবেন যে চোট পাবেন কি না, সেটা তো মানা যায় না। এই মাঠেই ১০ তারিখ আবারও মাঠে নামবে বাংলাদেশ, ম্যাচটা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। এই ম্যাচে মাঠে নেমে দুই দলই সতর্ক থাকবে বলে লিখেছেন ইএসপিএন ক্রিকইনফোর প্রতিবেদক ম্যাট রোলার। গত দেড় বছরে রিস টপ্লে ও জনি বেয়ারস্টো, পাগলাটে কিসিমের ইনজুরিতে পড়েছেন। এটা এই টুর্নামেন্টের কেবলই শুরু। এই সময়ে কেউই কোনও চোটে পড়তে চাইবেন না, তিনি লিখেছেন।

ক্রিকেট বিশ্লেষক ও কোচ নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেন, ধরমশালায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে যে কেউ চোট পায়নি এটাই একটা বড় বিষয়। তার মতে, এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। এই মাঠটা মোটেই খেলার জন্য উপযুক্ত না, বিশ্বকাপ তো নাই এমনকি সাধারণ খেলার জন্যও উপযুক্ত না। তিনি বলেন এখানে এমন ইনজুরিও হতে পারে যার কারণে ক্যারিয়ার হুমকির মুখে পড়তে পারে। কেউ যদি বলে এই মাঠে আমি খেলবো না। তাহলে দোষ দেয়ার কিছু নেই। কোনও দল যদি বলে এই মাঠে খেলবো না। দোষ দেয়ার সুযোগ নেই, বলছেন মি. ফাহিম। নাজমুল আবেদীন ফাহিম মনে করেন, এটা যদি ভারত না হয়ে অন্য কোনও দেশে মাঠের এই পরিস্থিতি দেখা যেতো, সেক্ষেত্রে অনেক বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে পারতো। এই মাঠে ভারতেরও ম্যাচ রয়েছে ২২শে অক্টোবর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম শ্রীলঙ্কা ম্যাচে গতরাতে বেশ কয়েকটি রেকর্ড নতুন করে লেখা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে শুরুতে ব্যাট করে ৪২৮ রান তুলেছে যা ওয়ানডে বিশ্বকাপ ইতিহাসে এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রান, বিশ্বকাপে এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রানের আগের রেকর্ডটি ছিল অস্ট্রেলিয়ার, ২০১৫ সালে আফগানিস্তানের বিপক্ষে। এটি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে ফরম্যাটে সবচেয়ে বেশি রানেরও রেকর্ড, এর আগে ভারত ২০০৯ সালে রাজকোটে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪১৪ রান তুলেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা এখন ওয়ানডে ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ৮বার ৪০০ বা তার বেশি স্কোর করেছেন। ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপের ইতিহাসে মোট পাঁচবার ৪০০ বা তার বেশি রান হয়েছে এক ইনিংসে, তার মধ্যে তিনবারই করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ওয়ানডে বিশ্বকাপ ইতিহাসে একই ম্যাচে তিনজন শতক হাঁকিয়েছেন এমন ইনিংসও কালই প্রথম দেখা গেছে, দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে কুইন্টন ডি কক, র‍্যাসি ফন ডার ডুসেন ও এইডেন মারর্কাম সেঞ্চুরি করেছেন। ওয়ানডে ক্রিকেটে এর আগে তিনবার একই ইনিংসে তিনজন শতক হাঁকিয়েছিলেন, যার মধ্যে দুইবারই দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দল, আরেকবার ইংল্যান্ড। দক্ষিণ আফ্রিকার এইডেন মারক্রাম গতকাল ৪৯ বলে ১০০ রান ছুঁয়েছেন, যা এখন ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপ ইতিহাসের দ্রুততম সেঞ্চুরি, এর আগে কেভিন ও'ব্রায়ান ২০১১ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৫০ বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। একই সাথে দিল্লির এই ম্যাচ দেখেছে বিশ্বকাপে একই ম্যাচে মোট রানের রেকর্ড, ২০১৯ সালে অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশ ম্যাচে হয়েছিল ৭১৪ রান, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার ম্যাচে ৭৫৪ রান সেই রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে।

যে দুর্গতি ভারতের ব্যাটিংয়ে আগে হয়নি

কলকাতা ঃ অস্ট্রেলিয়াকে ১৯৯ রানে আটকে দেওয়ার পর ভারতের সহজ জয়ই হয়তো প্রত্যাশা করেছিলেন সমর্থকেরা। কিন্তু চেন্নাইয়ের এম.এ. চিদাম্বরম স্টেডিয়ামের উইকেটে ভারতের জন্যও অপেক্ষা করছিল বড় 'দুর্গতি'। রোহিত শর্মার সেটা টের পেয়েছে প্রথম দুই ওভারেই। মিচেল স্টার্কের করা প্রথম ওভারের চতুর্থ বলেই স্লিপে ক্যাচ দিলেন ঈশান কিষান। পরের ওভারে জশ হ্যাজলউডের দ্বিতীয় বলে এলবিডব্লিউর শিকার রোহিত, ষষ্ঠ বলে শর্ট কাভারে ওয়ার্নারের ক্যাচে পরিণত শ্রেয়াস আইয়ার। কিষান, রোহিত, আইয়ার তিনজনই ফিরেছেন শূন্য রানে। ভারতের ওয়ানডে ইতিহাসে প্রথম চারজনের তিনজনই শূন্য রানে আউট এই প্রথম। ১৯৭৪ সালে ওয়ানডে খেলা শুরু করা ভারত আজ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলছে নিজেদের ১০৪১তম ওয়ানডে। দুই ওপেনার শূন্য রানে আউট হওয়ার ঘটনা আগে দেখা গেলেও প্রথম চারের তিনজনেরই খালি হাতে ফেরা এটিই প্রথম। এ ছাড়া ঈশান ও রোহিতের শূন্য রানে আউট হওয়াও ভারতের জন্য ভুলে যাওয়া এক স্মৃতি। ভারতের দুই ওপেনারই শূন্য রানে সর্বশেষ আউট হয়েছিলেন ২০০৪ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে (সঞ্জয় বাঙ্গার ও পার্থিব প্যাটেল)। আর বিশ্বকাপে দুই ওপেনারের শূন্য রানে আউট হওয়ার ঘটনায় এটি সপ্তম। ২০১৯ বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের মার্টিন গাপটিল ও কলিন মুনরোর গোল্ডেন ডাক ছিল সর্বশেষ। এ দিকে কিষানকে আউট করে বিশ্বকাপ ইতিহাসে দ্রুততম পঞ্চাশ উইকেটের রেকর্ড গড়েছেন স্টার্ক। অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসার পঞ্চাশে পৌঁছেছেন ৯৪১ বলে। পেছনে ফেলেছেন লাসিথ মালিঙ্গার ১১৮৭ বলে পঞ্চাশ উইকেটের রেকর্ড।

আরবদের হটিয়ে যেভাবে ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল

জেরুজালেম (ওয়েবডেস্ক)ঃ ফিলিস্তিনের গাজা থেকে দুই মাইল উত্তরে কিবুটস এলাকা। এখানে ১৯৩০'র দশকে পোল্যান্ড থেকে আসা ইহুদীরা কৃষি খামার গড়ে তুলেছিল। ইহুদিদের পাশেই ছিল ফিলিস্তিনী আরবদের বসবাস। সেখানে আরবদের কৃষি খামার ছিল। তারা কয়েক শতাব্দী ধরে সেখানে বসবাস করছিল। সে সময় মুসলমান এবং ইহুদীদের মধ্যে সম্পর্ক মোটামুটি বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু ১৯৩০'র দশকে ফিলিস্তিনীরা বুঝতে পারলো যে তারা ধীরেধীরে জমি হারাচ্ছে। ইহুদিরা দলেদলে সেখানে আসে এবং জমি ক্রয় করতে থাকে। ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সময় প্রায় সাত লাখের মতো ফিলিস্তিনী বাস্তুচ্যুত হয়েছে। তারা ভেবেছিল দ্রুত সমস্যার সমাধান হলে তারা বাড়ি ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু ইসরায়েল তাদের আর কখনোই বাড়িতে ফিরতে দেয়নি।

ইসরায়েলের সাবেক প্রেসিডেন্ট শিমন পেরেজ বছর দশেক আগে বিবিসি'র সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ফিলিস্তিনদের কেন এই দশা হলো সেজন্য তাদের নিজেদেরই প্রশ্ন করা উচিত।

মি.পেরেজ বলেন, অধিকাংশ জমি ফিলিস্তিনদের হাতেই থাকতো। তাদের একটি আলাদা রাষ্ট্র হতো। কিন্তু তারা সেটি প্রত্যাখ্যান করেছে। ১৯৪৭ সালে তারা ভুল করেছে। আমরা কোন ভুল করিনি। তাদের ভুলের জন্য আমরা কেন ক্ষমা চাইবো? ১৮৯৭ সাল থেকেই ইহুদিরা চেয়েছিলেন নিজেদের জন্য আলাদা একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে। ১৯১৭ সালে থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনের ভূমি ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে তুরস্কের সেনাদের হাত থেকে জেরুজালেম দখল করে ব্রিটেন। তখন ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ফিলিস্তিনের মাটিতে ইহুদিদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠনের জন্য সহায়তা করবে।

ব্রিটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড আর্থার জেমস বেলফোর বিষয়টি জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন ইহুদি আন্দোলনের নেতা ব্যারন রটসচাইল্ডকে।

তৎকালীন ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সে চিঠি 'বেলফোর ডিক্লারেশন' হিসেবে পরিচিত।

ইহুদীদের কাছে ব্রিটেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে ফিলিস্তিনের জমিতে তাদের জন্য একটি রাষ্ট্র গঠনের সুযোগ করে দিবে।

যদিও রোমান সময় থেকে ইহুদিদের ছোট্ট একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী সে জায়গায় বসবাস করতো।

ইউরোপে ইহুদীদের প্রতি যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সেটি তাদের একটি নিজস্ব রাষ্ট্র গঠনের ভাবনাকে আরো তরান্বিত করেছে।

১৯৩৩ সালের পর থেকে জার্মানির শাসক হিটলার ইহুদিদের প্রতি কঠোর হতে শুরু করেন।

ইতোমধ্যে জাহাজে করে হাজার হাজার ইহুদি অভিবাসী ফিলিস্তিনী ভূখণ্ডে আসতে থাকে।

তখন ফিলিস্তিনী আরবরা বুঝতে পারে যে তাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ছে।

ফিলিস্তিনী আরবরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বিদ্রোহ করে। তাদের হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল ব্রিটিশ সৈন্য এবং ইহুদি নাগরিকরা।

কিন্তু আরবদের সে বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করেছে ব্রিটিশ সৈন্যরা। ফিলিস্তিনদের উপর ব্রিটিশ সৈন্যরা এতো কঠোর দমন-পীড়ন চালিয়েছিল যে আরব সমাজে ভাঙন তৈরি হয়েছিল। ইহুদীরা তাদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠনে বদ্ধপরিকর ছিল। ব্রিটেনের সহায়তায় সে অনুযায়ী তারা কাজ এগিয়ে নিচ্ছিল।

১৯৩০'র দশকের শেষের দিকে ব্রিটেন চেয়েছিল হিটলারের নাৎসি বাহিনীর বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের অবস্থান জোরালো করতে। সেজন্য আরব এবং ইহুদী দু'পক্ষকেই হাতে রাখতে চেয়েছে ব্রিটেন।

১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি ব্রিটেনের সরকার একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে যেখানে বলা হয়েছিল পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য পঁচাত্তর হাজার ইহুদি অভিবাসী আসবে ফিলিস্তিনী ভূখণ্ডে। অর্থাৎ সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়েছিল। ব্রিটেনের এ ধরনের পরিকল্পনাকে ভালোভাবে নেয়নি ইহুদিরা। তারা একই সাথে ব্রিটেন এবং হিটলারের বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিকল্পনা করে।

তখন ৩২ হাজার ইহুদি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। সেখান থেকে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে ইহুদি সৈন্যরা ব্রিটেন এবং আরবদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের বাহিনীর দ্বারা লাখলাখ ইহুদি হত্যাকাণ্ডের পর নতুন আরেক বাস্তবতা তৈরি হয়। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর যেসব ইহুদি বেঁচে ছিলেন তাদের জন্য জন্য কী করা যায় সেটি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। তখন ফিলিস্তিনী ভূখণ্ডে ইহুদীদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা আরো জোরালো হয়। আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান ইসরায়েল রাষ্ট্রের পক্ষে জোরালো অবস্থান তুলে ধরেন।

মি.ট্রুম্যান চেয়েছিলেন হিটলারের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া এক লক্ষ ইহুদিকে অতি দ্রুত ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে জায়গা দেয়া হোক। কিন্তু ব্রিটেন বুঝতে পারছিল যে এতো বিপুল সংখ্যক ইহুদিদের ফিলিস্তিনী ভূখণ্ডে নিয়ে গেলে সেখানে গৃহযুদ্ধ হবে।

এ সময় ইহুদিদের সশস্ত্র দলগুলো ব্রিটিশ সৈন্যদের উপর ফিলিস্তিনের বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালানো শুরু করে। তখন ইউরোপ থেকে ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে জাহাজে বোঝাই হয়ে আসা হাজারহাজার ইহুদিদের বাধা দেয় ব্রিটিশ বাহিনী। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হয়নি। ইহুদি সশস্ত্র দলগুলো ব্রিটিশ বাহিনীর উপর তাদের আক্রমণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

তাদের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি পরিস্থিতির তৈরি করা যাতে ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের জন্য ব্রিটেন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়। তখন সমাধানের জন্য ব্রিটেনের উপর চাপ বাড়তে থাকে।

এরপর বাধ্য হয়ে ব্রিটেন বিষয়টিকে জাতিসংঘে নিয়ে যায়। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে দু'টি রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় জাতিসংঘ। একটি ইহুদিদের জন্য এবং অন্যটি আরবদের জন্য।

ইহুদিরা মোট ভূখণ্ডের ১০ শতাংশের মালিক হলেও তাদের দেয়া হয় মোট জমির অর্ধেক। কিন্তু আরবদের জনসংখ্যা এবং জমির মালিকানা ছিল আরবদের দ্বিগুণ। স্বভাবতই আরবরা এ সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি। তারা জাতিসংঘের এ সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেয়।

কিন্তু ফিলিস্তিনীদের ভূখণ্ডে তখন ইহুদিরা বিজয় উল্লাস শুরু করে। অবশেষে ইহুদিরা একটি স্বাধীন ভূখণ্ড পেল। কিন্তু আরবরা অনুধাবন করেছিল যে কূটনীতি দিয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে না। জাতিসংঘের এ সিদ্ধান্তের পর আরব এবং ইহুদিদের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। তখন ফিলিস্তিনী ভূখণ্ড ছেড়ে যাবার জন্য ব্রিটিশ সৈন্যরা দিন গণনা করছিল। তখন ইহুদিদের সশস্ত্র দলগুলো প্রকাশ্যে আসা শুরু করে। তাদের গোপন অস্ত্র কারখানাও ছিল। কিন্তু ইহুদিদের সবচেয়ে বড় সুবিধা ছিল তাদের বিচক্ষণ নেতৃত্ব। এর বিপরীতে আরবদের কোন নেতৃত্ব ছিলনা। ইহুদীরা বুঝতে পেরেছিল যে নতুন রাষ্ট্র গঠনের পর আরবরা তাদের ছেড়ে কথা বলবে না। সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য আগে থেকেই তৈরি ছিল ইহুদিরা।

সবার দৃষ্টি ছিল জেরুজালেম শহরের দিকে। মুসলমান, ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের জন্য পবিত্র এ জায়গা।

জাতিসংঘ যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিল সেখানে জেরুজালেম আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা ছিল।

কিন্তু আরব কিংবা ইহুদি কোন পক্ষই সেটি মেনে নেয়নি। ফলে জেরুজালেম শহরের নিয়ন্ত্রণের জন্য দু'পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

জেরুজালেমে বসবাসরত ইহুদীদের অবরুদ্ধ করে রেখেছিল আরবরা। অন্য জায়গার সাথে জেরুজালেমের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ইহুদীরা আরবদের উপর পাল্টা আক্রমণ শুরু করে।

অনেক বিশ্লেষক বলেন, তখন ইহুদীরা আরবদের নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা করেছিল।

যেহেতু আরবদের মধ্যে কোন সমন্বয় ছিল না সেজন্য ইহুদিরা একের পর এক কৌশলগত জায়গা দখল করে নেয়। তখন ফিলিস্তিনের একজন নেতা আলহুসেইনি সিরিয়া গিয়েছিলেন অস্ত্র সহায়তার জন্য। কিন্তু সিরিয়া সরকার ফিলিস্তিনদের সে সহায়তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। সেখান থেকে ফিরে এসে আল হুসেইনি আবারো যুদ্ধে নামেন। এর কয়েকদিন পরেই তিনি নিহত হন। ইহুদিরা যখন তাদের আক্রমণের মাত্রা বাড়িয়ে দিলে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ বহু ফিলিস্তিনী আরব তাদের বাড়ি ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। ইহুদি সশস্ত্র গ্রুপগুলোর নৃশংসতা আরবদের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। অন্যদিকে ফিলিস্তিনী সশস্ত্র দলগুলো ইহুদিদের উপর কয়েকটি আক্রমণ চালায়।

কিন্তু ইহুদিদের ক্রমাগত এবং জোরালো হামলার মুখে ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে ফিলিস্তিনীরা। তারা বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। অন্যদিকে জর্ডানের বাদশাহ আব্দুল্লাহ এবং অন্য আরব দেশগুলোর সরকার তাদের নিজ দেশের ভেতরে চাপে পড়ে যায়।

সেসব দেশের জনগণ চেয়েছিল, যাতে ফিলিস্তিনদের সহায়তায় তারা এগিয়ে যায়। ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে ফিলিস্তিন ছেড়ে চলে যায় ব্রিটেন। একই দিন তৎকালীন ইহুদি নেতারা ঘোষণা করেন যে সেদিন রাতেই ইহুদি রাষ্ট্রের জন্ম হবে। ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্মের এক ঘন্টার মধ্যেই আরবরা আক্রমণ শুরু করে। একসাথে পাঁচটি আরব দেশ ইসরায়েলকে আক্রমণ করে। যেসব দেশ একযোগে ইসরায়েলকে আক্রমণ করেছিল তারা হচ্ছে- মিশর, ইরাক, লেবানন, জর্ডান এবং সিরিয়া। তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশ হাজারের মতো। অন্যদিকে ইসরায়েলের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৫ হাজার।

কিন্তু আরব দেশগুলোর মধ্যে কোন সমন্বয় ছিলনা। তাছাড়া আরব নেতৃত্ব একে অপরকে বিশ্বাস করতো না। জেরুজালেম দখলের জন্য আরব এবং ইসরায়েলের মধ্যে চলছে তীব্র লড়াই। ইহুদিরা ভাবছিল জেরুজালেম ছাড়া ইহুদি রাষ্ট্রের কোন অর্থ নেই। অন্যদিকে মুসলমানদের জন্যও জেরুজালেম পবিত্র জায়গা।

তীব্র লড়াইয়ের এক পর্যায়ে ইসরায়েলি বাহিনী পিছু হটতে থাকে। তাদের অস্ত্রের মজুত শেষ হয়ে যায়। সম্ভাব্য পরাজয় আঁচ করতে পেরে ইহুদিরা নিজেদের শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সময় নেয়। আর কিছুদূর অগ্রসর হলেই মিশরীয় বাহিনী তেল আবিবের দিকে অগ্রসর হতে পারতো। তখন জাতিসংঘের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। যুদ্ধবিরতির সময় দু'পক্ষই শক্তি সঞ্চয় করে। কিন্তু ইসরায়েল বেশি সুবিধা পেয়েছিল। তখন চেকোস্লোভাকিয়ার কাছ থেকে আধুনিক অস্ত্রের চালান আসে ইসরায়েলের হাতে। যুদ্ধ বিরতী শেষ হলে নতুন করে আরবদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ইসরায়েলি বাহিনী। একর পর এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে নেয় ইহুদিরা। তেল আবিব এবং জেরুজালেমের উপর তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়। জাতিসংঘের মাধ্যমে আরেকটি যুদ্ধ বিরতির মাধ্যমে সে সংঘাত থামে। ইসরায়েলী বাহিনী বুঝতে পরে তারা স্বাধীনতা লাভ করছে ঠিকই কিন্তু লড়াই এখনো থামেনি। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ছয় হাজার ইহুদি নিহত হয়েছিল। ইহুদিরা মনে করে তারা যদি সে যুদ্ধে পরাজিত হতো তাহলে আরবরা তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতো। ইসরায়েলিরা মনে করেন ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ সেভাবে দু'টি দেশের স্বীকৃতি দিয়েছিল, সেটি যদি ফিলিস্তিনীরা মেনে নিতো তাহলে ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েল নামের দুটি দেশ এখন পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ অবস্থান করতো। আরব দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা না থাকার কারণেই ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়েছে এবং ইসরায়েল দেশটির জন্ম হয়ে সেটি স্থায়ী হতে পেরেছে। অনেক ঐতিহাসিক বিষয়টিকে এভাবেই দেখেন।

১৯৪৮ সালের পর থেকে সামরিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করে ইসরায়েল। তারা সুপার পাওয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়।

টুকরো খবর

বিমানবন্দরে ২১ হাজার কোটি টাকার থার্ড টার্মিনালে কী আছে?

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল উদ্বোধন করে দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তার প্রত্যাশা ঢাকা ও কক্সবাজারের দুটি বিমানবন্দরের মাধ্যমে দেশটি ভবিষ্যতে এ অঞ্চলের এভিয়েশন হাবে পরিণত হবে। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালটি প্রধানমন্ত্রী আজ শনিবার 'সফট ওপেনিং' এর পর টার্মিনাল ব্যবহার করে বিমান চলাচল শুরু হলেও এর পুরোপুরি ব্যবহার সম্ভব হবে আগামী বছরের শেষ দিকে, আনুষঙ্গিক আরও কিছু কাজ শেষ হওয়ার পর। বিশেষ করে টার্মিনাল কার্যক্রমে ব্যবহৃত উপকরণের ক্যালিব্রেশন ও প্রস্তুতির কারণে টার্মিনালটি পুরোপুরি ব্যবহারে আরও কিছু সময়ের প্রয়োজন হবে বলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মফিদুর রহমান। জাপানের আর্থিক সহযোগিতায় নির্মিত এই টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিংয়ের কাজও জাপানকে দেয়া হবে বলে মি. রহমান জানিয়েছেন। এ গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিংয়ের কাজ এতদিন বিমান বাংলাদেশ করতো, যা নিয়ে অভিযোগের কোন সীমা ছিলো না। কর্তৃপক্ষ বলছে, থার্ড টার্মিনাল হিসেবে পরিচিতি পাওয়া নতুন এই টার্মিনালের মাধ্যমেই মূলত বাংলাদেশ সনাতনী ধারা বিমানবন্দর পরিসেবা থেকে বেরিয়ে আধুনিক বিমানবন্দর যুগে প্রবেশ করলো। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নতুন এই টার্মিনালের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিলো ২০১৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর এবং এরপর করোনা মহামারির সময়েও বিশেষ ব্যবস্থায় এ প্রকল্পের কাজ চলমান রাখা হয়েছিলো। ২১ হাজার ৩৯৯ কোটি টাকায় জাপানের মিৎসুবিশি, ফুজিটা ও দক্ষিণ কোরিয়ার স্যামসাং যৌথভাবে টার্মিনালটির নির্মাণ কাজ করেছে এবং এ টার্মিনালকে এলিভেটেড

এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রোরেলের একটি রুটের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ফ্রান্সের সহায়তায় আধুনিক প্রযুক্তির রাডারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় আকাশ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে এ টার্মিনালে । এছাড়া একটি টানেলের মাধ্যমে এই টার্মিনাল থেকে সরাসরি হজ ক্যাম্প ও বিমানবন্দর রেলস্টেশনের সাথে যাতায়াতের ব্যবস্থার কাজ এখনো চলমান রয়েছে। টার্মিনালটির যাত্রী ক্যাপাসিটি হবে ১ কোটি ৬০ লাখ। এখন যে দুটি টার্মিনালে আছে তার সক্ষমতা আছে ৮০ লাখ যাত্রী। ফলে তৃতীয় টার্মিনাল পুরোপুরি চালু হলে বছরে ২ কোটি ৪০ লাখ যাত্রীকে সেবা দেয়া সম্ভব হবে বলে আশা করছে কর্তৃপক্ষ। টার্মিনালটির ফ্লোর আয়তন ২ লাখ ৩০ হাজার বর্গ মিটার। এর আগের দুটি টার্মিনালের মোট ফ্লোর স্পেস ছিলো ১ লাখ বর্গমিটার। নতুন টার্মিনালে মোট বোর্ডিং ব্রিজ থাকবে ২৬টি, যেখানে আগের দুটি টার্মিনালে মোট ব্রিজ ছিলো ৮টি। একই সাথে নতুন টার্মিনালে মোট ৩৭টি উড়োজাহাজ পার্কিং করা যাবে। আগের দুটিতে রাখা যেতো ২৯টি উড়োজাহাজ। আগে লাগেজ কনভেয়ার বেল্ট ছিলো দুই টার্মিনাল মিলিয়ে আটটি। আর তৃতীয় টার্মিনালে এ ধরণের বেল্ট আছে ১৬টি। আগের দুটি টার্মিনালে মোট চেক ইন কাউন্টার ছিলো ৬২টি আর ইমিগ্রেশন কাউন্টার ছিলো ১০৭টি। তৃতীয় টার্মিনালে আরও যুক্ত হয়েছে চেক ইন কাউন্টার ১১৫টি আর ইমিগ্রেশন কাউন্টার ১২৮টি।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে নতুন টার্মিনালে এয়ারলাইন্স লাউঞ্জ, ডেরুম, মুভি লাউঞ্জ, শিশুদের জন্য প্লেজোন এবং ফুড কোর্ট সংযোজন করা হয়েছে। এগুলো যাত্রীদের বিমানবন্দরে অবস্থান ও অপেক্ষার সময়টিকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলবে বলে আশা করছে কর্তৃপক্ষ। এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ কাজী ওয়াহিদুল আলম বলছেন ঠিকমতো পরিচালনা করতে পারলে আগামী ৫৭ বছর বাড়তি যাত্রীদের জন্য সুন্দর সেবা দিতে তৃতীয় টার্মিনাল সক্ষম হবে। যাত্রীরা এখন বিমানবন্দরে এসে সুপরিসর জায়গা ও ভালো পরিবেশ পাবে। তবে যেসব প্রতিষ্ঠান এয়ারপোর্টে কাজ করবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে সেবার মান বাড়ানোর জন্য, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। তার মতে ভারত, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, হংকং, দুবাই ও নারিতাসহ সব জায়গায় এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ আলাদা থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে এটি করছে সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ, যারা মূলত রেগুলেটরি সংস্থা। প্রসঙ্গত, ঢাকা বিমানবন্দরটির পরিকল্পনা করা হয়েছিলো পাকিস্তান আমলে। ১৯৬৪ সালের ডিজাইনে আশির দশকে শেষ করা এই বিমানবন্দরের আগের দুটি টার্মিনাল বহু বছর ধরেই যাত্রী ও কার্গো সামলাতে পারছিলো না বলে যাত্রী ও কার্গো পরিবহনে দুর্ভোগ চরমে উঠেছিলো। মি. আলমের মতে বিমানবন্দরটির নতুন একটি টার্মিনাল আরও আগেই প্রয়োজন ছিলো। তাছাড়া বৈশ্বিক কারণে এয়ারপোর্ট নিরাপত্তা এখন অন্য স্তরে চলে গেছে কিন্তু তার সাথে খাপ খাওয়ানোর মতো অবকাঠামো পুরনো টার্মিনালে নেই এবং সংযোজনেরও সুযোগ নেই। এ কারণেও নতুন টার্মিনাল দরকার ছিলো। তবে এর কার্যকারিতা নির্ভর করবে যে ২৫-৩০টি সংস্থা এয়ারপোর্টে কাজ করে তারা দক্ষতার সাথে সমন্বয় করতে পারছে কিনা তার ওপর, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। একই ধরণের মতামত দিয়ে আরেকজন এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ ও বেসরকারি একটি এয়ারওয়েজের একজন পরিচালক এটিএম নজরুল ইসলাম বলছেন নতুন টার্মিনালের সফলতা নির্ভর করবে কাস্টমস, ইমিগ্রেশন, সিকিউরিটি ও সিভিল এভিয়েশন যাত্রী অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে প্রয়োজনীয় সব পরিষেবা দ্রুত দিতে পারে কিনা তার ওপর। কিন্তু মনে রাখতে হবে মেশিন থাকলেই হবে না, মেশিনের পেছনে যে লোকগুলো কাজ করবেন তারা এয়ারপোর্টে ইউনিক কাজের জন্য যোগ্য কিনা, সেই দক্ষতা আছে কিনা। তা না হলে যাত্রীদের দুর্গতি কমবে বলে মনে হয় না, বলছিলেন তিনি। মি.ইসলামের মতে যাত্রী অধিকার ক্ষুণ্ণ করার চর্চা অব্যাহত থাকলে এই বিমানবন্দর ব্যবহার করতে বড় বড় এয়ারলাইন্সগুলো কম উৎসাহী হবে এবং তেমনটি হলো তৃতীয় টার্মিনালের প্রত্যাশিত সুফল পাওয়া কঠিন হবে। পাসপোর্ট, টিকিট কিংবা বোর্ডিং কার্ড- এসব কিছু ছাড়াই বার বছরের একটি শিশু শাহজালাল বিমানবন্দরের সবধরনের নিরাপত্তা এড়িয়ে কুয়েতগামী একটি ফ্লাইটে বসতে সক্ষম হয়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছিলো গত ১২ই সেপ্টেম্বর। শুধু এমন দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থাই নয়, বরং জরাজীর্ণ অবকাঠামো, অপ্রতুল পার্কিং, যাত্রীদের প্রতি অসদাচরণ ও দুর্নীতি কিংবা চোরাচালানের জন্য বরাবরই খবর হয়ে আসছে ঢাকার এই বিমানবন্দরটি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থার মূল্যায়নেও বারবার উঠে এসেছে যাত্রী সেবার মান নিয়ে বিস্তর অভিযোগ। আর গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিংসহ যাত্রীদের লাগেজ নিয়ে ছিল ভোগান্তি ছিলো নিয়মিত ঘটনা। বিমানবন্দর ও উড়োজাহাজ সংস্থা নিয়ে রেটিং সংস্থা স্কাইট্র্যাক্সের মূল্যায়ন অনুযায়ী শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটির মান সাধারণ এভারেজেরও নীচে এবং তাদের হিসেবে ১০ পয়েন্টের মধ্যে ৪ পেয়েছিলো এ বন্দরটি। এমনকি যাত্রীদের সাথে বন্দরটির কর্মচারীদের ব্যবহার খুবই নিম্নমানের। বিশেষ করে সুযোগ পেলে নিরীহ যাত্রীদের হয়রানি ও অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। আগে দুটি টার্মিনালের জন্য কার পার্কিং সুবিধা ছিলো তিনশো। কিন্তু নতুন টার্মিনালে আলাদা পার্কিং লট করা হয়েছে যেখানে এক সাথে ১ হাজার ২৩০টি গাড়ী পার্ক করা যাবে। কর্তৃপক্ষ বলছে নতুন অবকাঠামোর সাথে আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটনায় এখন থেকে নতুন থেকে যাত্রীসেবায় ব্যাপক পরিবর্তন আসবে বলে আশা করছেন তারা। পাশাপাশি গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিং অর্থাৎ লাগেজ ব্যবস্থাপনায় জাপান দায়িত্ব নেয়ার পর বিমানবন্দরটির সার্বিক ব্যবস্থাপনা সত্যিকার অর্থেই স্মার্ট হয়ে উঠবে বলে আশা করেছেন বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ। এর চেয়ারম্যান মফিদুর রহমান আগেই জানিয়েছেন যে তৃতীয় টার্মিনালে এমন কিছু বিষয় সংযোজিত হয়েছে যা আগের দুটি টার্মিনালে ছিলো না। তবে ওয়াহিদুল আলম বলছেন তৃতীয় টার্মিনাল হওয়ার পর এয়ারপোর্টের জন্য এখন আলাদা সমন্বিত কর্তৃপক্ষ গঠন করা উচিত। সিভিল এভিয়েশন কাজ টার্মিনাল ম্যানেজমেন্ট হতে পারে না। এ জন্য আলাদা সমন্বিত কর্তৃপক্ষ না হলে শুধুমাত্র একটি আধুনিক টার্মিনাল তৈরি করে বিমানবন্দরের সংকট দূর করা কঠিন হবে, বলছিলেন তিনি। আবার কাস্টমস, ইমিগ্রেশন ও সিকিউরিটি লোকজনের আচরণ নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে যাত্রীদের মধ্যে। এটিএম নজরুল ইসলাম বলছেন এসব সংস্থাগুলোর লোকজন বিমানবন্দরে কাজের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষিত নন। ফলে যাত্রীদের প্রচুর ভোগান্তি হয়। যাত্রীর যে অধিকার একটি বিমানবন্দরে সে সম্পর্কে অনেকের ধারণাই নেই। আরও অনেক অভিযোগ তো আছেই। তাই থার্ড টার্মিনালের সুফল নিতে হলে এসব সংস্থার কাজের দৈন্যদশা কাটাতে হবে, বলছিলেন তিনি।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
সোমবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
09:10:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

দুর্নীতি, অর্থ পাচারের মামলায় পি কে হালদারের ২২ বছরের কারাদণ্ড

ঢাকা ঃ দুর্নীতির দায়ে ১০ বছর ও অর্থ পাচারের দায়ে ১২ বছর, মোট ২২ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ মামলার আসামি প্রশান্ত কুমার হালদারকে (যিনি পি.কে. হালদার নামে পরিচিত)। তার বিরুদ্ধে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ এবং পাচারের অভিযোগ রয়েছে। পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে ৩৪৮ কোটি টাকা জরিমানাও করা হয়। আদালতের রায়ে পি কে হালদার ছাড়াও আরো ১৪ আসামিকে এই দুই মামলায় মোট সাত বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। মূল অভিযুক্ত পি কে হালদার ভারতের একটি কারাগারে বন্দী থাকায় তিনি বা তার পক্ষে কোনো আইনজীবী আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। দুর্নীতি দমন কমিশনের আইনজীবী মীর আহমেদ আলম সালাম রায়ের পর সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করেন, তাকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হচ্ছিল। তার যেহেতু কলকাতায় তার বিরুদ্ধে একটি মামলা চলমান, আমরা আশা করছি এই রায়ের মাধ্যমে আমরা তাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা দ্রুত করতে পারবো। অভিযুক্ত বাকি আসামিদের মধ্যে চারজন আদালতে উপস্থিত ছিলেন। এই আসামিদের সবাই বর্তমানে কারাভোগ করছেন। রায়ের সময় তাদের কারাগার থেকে আদালতে নিয়ে আসা হয়।

হামাসের হামলায় হতভম্ব ইসরায়েল, এর পরে কী হতে পারে?

ইসরায়েল (এজেন্সী) ঃ আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ইসরায়েলের উপর আকস্মিক আক্রমণ চালিয়েছিল মিশর ও সিরিয়া। যা ইওম কিপুর যুদ্ধ নামে পরিচিতি পায়। এবারে একই উপায়ে ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ইসরায়েলের ওপর বড় ধরনের আক্রমণ শুরু করেছে। এবারও ইহুদিদের ছুটির সময়ে এই অপ্রত্যাশিত হামলার ঘটনা ঘটে।

সাম্প্রতিক সময়ে গাজা উপত্যকায় উত্তেজনা ঘনীভূত হচ্ছিল। তবে সেখানকার ইসলামপন্থী শাসক দল হামাস অথবা ইসরায়েল কেউই সেই উত্তেজনা আর বাড়াতে চায়নি।

তবে, হামাস একটি গোছানো আর সমন্বিত অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করেছিল।

রবিবার সকালে তারা জেরুজালেম এবং তেল আবিব পর্যন্ত একের পর এক রকেট নিক্ষেপ শুরু করে। সেই সাথে ফিলিস্তিনি ওই যোদ্ধারা সমুদ্র, স্থল এবং আকাশপথে দক্ষিণ ইসরায়েলে প্রবেশ করে।

তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইসরায়েলি শহর ও সেনা ঘাঁটিগুলো ঘেরাও করে আক্রমণ করে এবং বহু মানুষকে হত্যা করে।

সেইসাথে তারা অজ্ঞাত সংখ্যক ইসরায়েলি বেসামরিক নাগরিক ও সৈন্যদের গাজায় জিম্মি করে রাখার জন্য আটক করে নিয়ে যায়। এই ভয়াবহ ঘটনাপ্রবাহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং মূলধারার গণমাধ্যমে সরাসরি প্রচারিত হয়েছে।

গাজার আশেপাশের এলাকাগুলোয় যারা বাড়ির বাইরে খোলা মাঠে রাতভর উৎসব করছিল তারা হঠাৎ করে গোলাগুলির মুখে পড়ে যায়।

ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, পার্টিতে আসা লোকজন তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য ছোটাছুটি করছে।

সেই রাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে এদের একজন গিলি ইযভোসকোভিচ বিবিসিকে জানান যে কীভাবে তিনি ভারী ভারী অস্ত্রধারী যোদ্ধাদের থেকে নিজেকে গাছের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

তারা প্রতিটি গাছের কাছে যাচ্ছিল এবং সব জায়গায় গুলি করছিল। দুই দিক থেকে দেখলাম চারিদিকে মানুষ মরছে। আমি ধরে নিলাম, 'ঠিক আছে, আমি মরতে যাচ্ছি, ঠিক আছে, নিজেকে বলছিলাম শ্বাস নাও, চোখ বন্ধ করো', কারণ সেখানে সর্বত্র গোলাগুলি চলছে। তারা আমার খুব কাছাকাছি ছিল।

পরবর্তীতে ইযভোসকোভিচের সঙ্গী গাড়ি চালিয়ে তাকে খুঁজে বের করেন এবং সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।

ইসরায়েলের হাইয়োম পত্রিকায় কিবুতজ বেইরি শহরের এক বাসিন্দাকে উদ্ধৃত করা হয়। যিনি তার বাবাকে নিয়ে খুব চিন্তায় ছিলেন। রকেট হামলার সতর্কীকরণ সাইরেন বেজে ওঠার পর তার বাবা একটি নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়েছিলেন।

তিনি আমাকে লিখেছিলেন যে অস্ত্রধারীরা আশ্রয়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আমি গাজার ভিতর থেকে টেলিগ্রামে তার ছবি দেখছিলাম। আমি এখনও গুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছি, তিনি বলেন।

এমন পরিস্থিতিতে ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর সাধারণ মানুষের সাহায্যে যতো দ্রুত এগিয়ে আসার কথা ছিল তারা সেভাবে আসেনি। এতে অনেক ইসরায়েলি তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এদিকে, হামাস চ্যানেলে শেয়ার করা ফুটেজে দেখা গেছে যে, সশস্ত্র যোদ্ধারা ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর ঘাঁটি এবং একটি সাঁজোয়া যানে থাকা সৈন্যদের বন্দী করছে এবং হত্যা করছে।

শুরুতে গাজায় উৎসব উদযাপনের বেশ কিছু ছবি দেখা যায়। সেখানে ছিনিয়ে নেয়া কয়েকটি ইসরায়েলি সামরিক যান রাস্তা দিয়ে চালিয়ে নিতে দেখা যায়।

আল আকসায় ইসরায়েলি অভিযানের প্রতিশোধ নিতে হামাস এখন পর্যন্ত যা যা করেছে তাতে আমি খুশি, গাজা শহরের এক যুবক বিবিসিকে এ কথা জানায়।

ইসরায়েল অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমের আল আকসায় ইহুদিদের সাম্প্রতিক উৎসবের সময়ে ইহুদি দর্শনার্থীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি এসব কথা বলেন।

আল আকসা মসজিদ ইসলামের তৃতীয় পবিত্র স্থান এবং এটি ইহুদিদের জন্য সবচেয়ে পবিত্রতম স্থান, যা টেম্পল মাউন্ট নামেও পরিচিত।

তবুও, এই যুবক ওই হামলার ঘটনায় তার উদ্বিগ্ন হওয়ার কথাও জানিয়েছেন।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী, গাজার কাছাকাছি কোথাও হামলা চালাতে পারে এ নিয়ে সতর্ক বার্তা পাওয়ার পরে তিনি তার বাড়ি ছেড়ে যান।

হামাসের হামলার প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তীতে কী ঘটবে তার জন্য আতঙ্কে থাকার কথা জানান তিনি।

তিনি বলেন, আমরা উদ্বিগ্ন, ২০২১ সালের যুদ্ধে ইসরায়েলের হামলার কারণে শোরুক টাওয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এতে আমার পরিবার একটি দোকান হারায়, এবার হামাস অনেক বড় আকারে হামলা চালিয়েছে, তাই ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়া আরও বড় হবে।

ইসরায়েলি বিমান হামলায় আহতদের ভিড়ে ফিলিস্তিনি হাসপাতালগুলো ইতিমধ্যে সয়লাব হয়ে গিয়েছে।

গাজা উপত্যকা - উপকূলীয় এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে প্রায় ২৩ লাখ ফিলিস্তিনি বসবাস করেন। হামাস, পার্লামেন্ট নির্বাচনে জয়ী হওয়ার এক বছর পরে ২০০৭ সালে এই গাজা উপত্যকা দখল করে।

ইসরায়েল এবং মিশর তখন তাদের ভূখণ্ডের অবরোধ আরও কঠোর করে তোলে।

এই অঞ্চলের প্রায় ৫০ মানুষ বেকারত্ব আর দরিদ্রতার সাথে লড়াই করছে।

সবশেষ ২০২১ সালে ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে বড় ধরনের সংঘাত হয়। এরপর মিশর, কাতার এবং জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় পরোক্ষ আলোচনার মাধ্যমে গাজার বাসিন্দাদের ইসরায়েলে কাজ করার জন্য হাজার হাজার কাজের অনুমোদনের ব্যবস্থা করা হয়।

সেইসাথে পরিস্থিতি শান্ত রাখার বিনিময়ে অন্যান্য বিধিনিষেধ শিথিল করা হয়েছিল।

গত মাসে, যখন শত শত ফিলিস্তিনি পাঁচ বছর আগে শুরু হওয়া গণবিক্ষোভের স্মরণে কাঁটাতারের বেষ্টনীর পাশে বিক্ষোভে যোগ দিতে শুরু করে, তখন ধারণা করা হয়েছিল যে এটি হামাসের প্ররোচনায় হয়েছে।

এর উদ্দেশ্য ছিল ইসরায়েলের কাছ থেকে আরও সুবিধা আদায় করা এবং কাতারের থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়া।

ছোট ছোট সমাবেশগুলোকেও এখন ভিন্নভাবে দেখা হচ্ছে। অনেকে সন্দেহ করছেন আক্রমণ শুরুর আগে ইসরায়েলের সুরক্ষা বেষ্টনী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যই ওই সমাবেশ হয়েছে।

এই সর্বশেষ অভিযানের মাধ্যমে, হামাস আবারও একটি সশস্ত্র সংগঠন হিসেবে নিজেদেরকে নতুনভাবে জাহির করতে চাইছে বলে মনে করা হচ্ছে। যারা ইসরায়েলের ধ্বংসের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আক্রমণের শুরুতে হামাসের কমান্ডার, মোহাম্মদ দেইফ ফিলিস্তিনি এবং অন্যান্য আরবদের ইসরায়েলি দখলদারিত্ব দূর করার অভিযানে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।

এখন একটি বড় প্রশ্ন হল, অধিকৃত পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুজালেম বা এই অঞ্চলের অন্য জায়গায় বসবাসকারী ফিলিস্তিনিরা তার আহ্বানে সাড়া দেবে কিনা।

ইসরায়েল নিঃসন্দেহে একাধিক ফ্রন্ট থেকে যুদ্ধের আশঙ্কা করছে।

সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি যা হতে পারে তা হল, এটি শক্তিশালী লেবানিজ সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

এদিকে, ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী ব্যাপকভাবে সেনা মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে। গাজায় তীব্র বিমান হামলার পাশাপাশি তারা সেখানে স্থল অভিযানের পরিকল্পনা করছে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

তবে এই ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী যেসব ইসরায়েলি সৈন্য এবং বেসামরিক নাগরিকদের আটক করেছে তাদেরকে তারা, মানব ঢাল বা দর কষাকষির অনুষঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলবে।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফ এর মুখপাত্র রিয়ার এডিএম ড্যানিয়েল হাগারি বলেন, আমরা বর্তমানে এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করতে ব্যস্ত। আমরা ব্যাপকভাবে হামলা চালাচ্ছি, বিশেষ করে গাজা উপত্যকার আশেপাশের এলাকার নজরে রাখছি। আমরা খুব তীক্ষ্ণ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করব।

এ সংক্রান্ত পর্যালোচনা সম্পন্ন না হলেও, এতে কোন সন্দেহ নেই যে ইসরায়েলের গোয়েন্দা এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলো নিজেরাই যাচাই করতে শুরু করেছে যে কীভাবে তারা এই হামলার বিষয়ে আগে থেকে জানতে পারেনি এবং কেন তারা এই বিশাল হামলা প্রতিরোধ করতে পারেনি।

প্রতিশোধের হামলার আগে গাজার বাসিন্দাদের ঘর ছাড়তে বললো ইসরায়েল

ইসরায়েল ঃ হামাসের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক আক্রমণ শুরু করার আগে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার বেশ কয়েকটি এলাকার বাসিন্দাদের ঘর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার জন্য সতর্ক করে দিয়েছে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী।

গাজা উপত্যকার সাতটি ভিন্ন ভিন্ন এলাকার নাগরিকদের নিজেদের ঘর থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী। তারা জানিয়েছে যে সেসব এলাকায় হামাসের ঘাঁটি রয়েছে, সেখানে নতুন হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছে তারা।

ইসরায়েলের পক্ষ থেকে হামলার সতর্কতা আসার পর গাজার নাগরিকদের অনেকে এরই মধ্যে তাদের ঘর ছেড়ে জাতিসংঘ পরিচালিত স্কুলগুলোতে গিয়ে আশ্রয় নেয়া শুরু করেছে বলে বিবিসিকে জানিয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা।

প্রতিশোধের হুমকি দিয়ে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তার সবশেষ ভিডিও বার্তায় বলেছেন যে তাদের 'শত্রুকে এর চূড়ান্ত মূল্য দিতে হবে, যা তাদের আগে কখনো দিতে হয়নি।'

এই হামলাকে 'অপারেশন আলআকসা স্টর্ম' যে আতঙ্ক তৈরি করেছে সেখান থেকে ফিলিস্তিনের জনগণের অধিকার রয়েছে নিজেদের রক্ষা করার।

শনিবার ফিলিস্তিনের দিক থেকে সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের আকস্মিক রকেট হামলায় এখন পর্যন্ত অন্তত ২৫০ জন ইসরায়েলি নাগরিক মারা গেছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলের কর্তৃপক্ষ। শতাধিক মানুষকে জিম্মি করা হয়েছে বলেও বলছে তারা। ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর ফিরতি আক্রমণে এখন পর্যন্ত অন্তত ২৩২ জন ফিলিস্তিনি নাগরিক মারা গেছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

শনিবার সন্ধ্যা থেকেই গাজা উপত্যকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দিয়েছে ইসরায়েলের কর্তৃপক্ষ। দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর অফিসের এক বিবৃতির বরাত দিয়ে স্থানীয় গণমাধ্যম খবর প্রকাশ করেছে যে ইসরায়েল গাজায় খাবার, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে দেবে।

নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ২০০৭ সাল থেকে মিসর ও ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় চলাচল ও প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। গাজার উপরের বিমান চলাচলের পথ ও গাজা

হিসেবে বিবৃত করেছেন হামাসের শীর্ষ কমান্ডার মোহাম্মেদ দেইফ।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন যে, আমরা শত্রুদের এর আগেই সতর্ক করেছি। তারা শত শত বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করেছে। তাদের অপরাধের জন্য শত শত মানুষ শহীদ হয়েছে।

শনিবার সারা রাত ধরে ইসরায়েলের অভ্যন্তরে ২২টি স্থানে হামাসের সাথে ইসরায়েলি সেনাদের সংঘর্ষ হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত দুটি জায়গায় ইসরায়েলি নাগরিকদের জিম্মি করে রাখা হয়েছিল বলে জানিয়েছে ইসরায়েলের কর্তৃপক্ষ। কয়েকটি জায়গায় জিম্মি হয়ে থাকা ইসরায়েলি নাগরিকদের মুক্ত করার খবরও জানাচ্ছে তারা।

হামলার প্রায় ১৮ ঘণ্টা পর কিব্বুতজ বে'এরি অঞ্চলের একটি খাবার ঘরে জিম্মি করে রাখা নাগরিকদের মুক্ত করা হয়েছে বলে খবর প্রকাশ করেছে ইসরায়েলি গণমাধ্যম।

গাজা উপত্যকা সংলগ্ন সীমানায় দুই পক্ষের লড়াইয়ে ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর একজন কমান্ডারও নিহত হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

হামাসের একজন মুখপাত্র বিবিসিকে জানিয়েছেন যে ইসরায়েলে আকস্মিক হামলা করার পেছনে তাদের সহযোগী ইরানের সহায়তা রয়েছে।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু শনিবার সন্ধ্যায় সামাজিক মাধ্যম এক্স'এ - কিছুদিন আগে যেটি টুইটার নামে পরিচিত ছিল - পোস্ট করা এক ভিডিওতে বলেছেন যে 'আমরা যুদ্ধের মধ্যে রয়েছি।'

ঐ ভিডিওতে 'ফিলিস্তিনের জঙ্গিদের' বিরুদ্ধে 'ভয়াবহ প্রতিশোধ' নেয়ার অঙ্গীকার করেছেন তিনি। এটিকে 'কালো দিবস' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন মি. নেতানিয়াহু।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীও একই ধরণের মন্তব্য করেছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়োয়াভ গালান্ট এক বিবৃতিতে বলেছেন ঃ হামাস অত্যন্ত বড় একটি ভুল করেছে। তারা ইসরায়েল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

'ইসরায়েল রাষ্ট্র' এই যুদ্ধে 'বিজয়ী হবে' বলেও তার বিবৃতিতে দাবি করেছেন তিনি।

আকস্মিক এই হামলার পেছনে কী কারণ রয়েছে, তা বিস্তারিতভাবে জানায়নি হামাস। তবে গোষ্ঠীটির কমান্ডার মোহাম্মেদ দেইফ বলেছেন যে তাদের সেনারা মনে করেছে 'এনাফ ইজ এনাফ', অর্থাৎ 'যথেষ্ট হয়েছে, আর না।'

শনিবার হামলা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর হামাসের শীর্ষ এই কমান্ডার বলেছিলেন যে প্রাথমিক দফায় ৫ হাজার রকেট ছোঁড়া হয়েছিল। এরপর শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আরো দুই হাজার রকেট ছোঁড়া হয়েছে বলে জানায় হামাস টিভি।

অন্যদিকে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস বলেছেন, দখলদার সৈন্য এবং সেটলাররা উপত্যকা সংলগ্ন উপকূল নিয়ন্ত্রণ করে ইসরায়েল। গাজা ভূখণ্ডের একদিকে প্রবেশে ও পণ্য চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে ইসরায়েল, অন্য দিকে নিয়ন্ত্রণ করে মিশরের কর্তৃপক্ষ।

বিভিন্ন রিপোর্ট সূত্রে বিবিসি জানতে পেরেছে যে ইরান এই ফিলিস্তিনি হামলার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।

ইরানের সংবাদ সংস্থা আইএসএনএর খবর দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনির উপদেষ্টা ইসরায়েলের উপর ফিলিস্তিনি হামলার পক্ষে কথা বলেছেন।

রহিম সাফাভি বলেছেন, আমরা ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের অভিনন্দন জানাই, যতক্ষণ ফিলিস্তিন ও জেরুজালেমের স্বাধীনতা না আসে আমরা ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের পাশে থাকবো, আইএসএনএ এমনটি লিখেছে।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র শুরুতে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় এই হামলার নিন্দা জানিয়ে দুই পক্ষকেই সহিংসতা বন্ধের আহবান জানায়। পরবর্তীতে এক বিবৃতিতে দেশটির ডিফেন্স সেক্রেটারি লয়েড অস্টিন বলেন ইসরায়েলের নিরাপত্তা রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

আমি গভীরভাবে ইসরায়েলের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। আগামী দিনগুলোতে ইসরায়েলের নিরাপত্তা রক্ষা এবং সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড থেকে দেশটির বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষায় আমাদের প্রতিরক্ষা বিভাগ কাজ করবে।

এদিকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ইসরায়েলের পক্ষে বিবৃতি দিয়েছে।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বলেন, আমি সকাল বেলা ইসরায়েলি নাগরিকদের উপর হামাস সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হামলার খবরে মর্মাহত। ইসরায়েলের তাদের নিজেদের রক্ষা করার সবরকম অধিকার আছে।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ তীব্র ভাষায় এই হামলার সমালোচনা করে বলেছেন, আমি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের প্রতি আমার পূর্ণ সমবেদনা জানাই। জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, নিরীহ বেসামরিক লোকদের উপর সহিংসতা ও রকেট হামলা এখনি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে ইউরোপিয়ান কমিশনও। সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লেয়েন এই হামলাকে 'জঘন্য সন্ত্রাসী হামলা' বলে বর্ণনা করেছেন। রাশিয়ার ডেপুটি পররাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া হল, আমরা সবসময় সবার সংযত আচরণ আশা করি।